# আধুনিক অসমীয়া কবিতা

অনুবাদ-টীকা-ভূমিকা ঃ
রমানাথ ভট্টাচার্য

পরিবেশক ঃ
অসম প্রকাশন পরিষদ
গৌহাটি-২১

*An anthology of Modern Assamese Poems translated into Bengali by Ramanath Bhattacharya and published by him with the financial assistance of the Publication Board, Assam.*

অনুবাদ © রমানাথ ভট্টাচার্য

পরিবেশক ঃ অসম প্রকাশন পরিষদ, গৌহাটি-২১

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯২

প্রকাশক ঃ
রমানাথ ভট্টাচার্য
রুক্মিণী গাঁও
গৌহাটি-২২

প্রচ্ছদ ঃ সমিরণ বরুয়া
গৌহাটি

মুদ্রাকর ঃ প্রেষক, গৌহাটি

মূল্য ঃ ত্রিশ টাকা

পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য
ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের
পুণ্যস্মৃতিতে

## এই গ্রন্থকারের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

অলিন্দে সূর্যের হাওয়া ( অন্য তিনজন কবির সঙ্গে )

লৌকিক বৃত্তের ভিতরে

এবং পৃথিবী

# সূচীপত্র


ভূমিকা : আধুনিক অসমীয়া কবিতা ক-ট

অনুবাদ প্রসঙ্গে অ-ঈ

**হেম বরুয়া**

( জ ১৯১৫-১৯৭৭ )

মমতার চিঠি ১

**অমূল্য বরুয়া**

( জ ১৯২২-১৯৪৬ )

অন্ধকারের হাহাকার ৪

**বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য**

( জ ১৯২৪ )

তুমি ৯

সমরখন্দ ১০

বণিক ১০

ঘর ১১

**মহিম বরা**

( জ ১৯২৬ )

শিলাবৃষ্টির পর উষায় ১২

মাছ ১৩

ভরলী পারের বিকেল ১৪

রাঙা ফড়িঙ ১৫

**নবকান্ত বরুয়া**

( জ ১৯২৬ )

অন্ধকার রাতের এলিজি ১৭

সাঁওতালী নাচ ২০

পলি ২১
স্বনিমন্ত্রিত ২২
মনে কি পড়ে না অরুন্ধতী ২৩
সম্রাট ২৪
এইখানে নদী ছিল ২৬
লিফট ২৮
ইতিহাস ৩০
শরণীয়ায় সন্ধ্যা ৩১

## কেশব মহন্ত

( জ ১৯২৬ )

খেদ ৩২
যাহারা থাকো হে নদীর শান্ত পারে ৩৩

## হরি বরকাকতি

( জ ১৯২৯ )

বলাকা ৩৪
অনুর্বরা ৩৫

## অজিৎ বরুয়া

( জ ১৯২৮ )

মন-কুয়াশা-সময় ৩৭
জেংরাই ১৯৬৩ ৩৮
হঠাৎ নিঃসঙ্গ এক দমকা হাওয়া ৩৯
একজোড়া তামার কুশি ৪০
অবন্তী নগর ৪১
মনদেয়া নদী ৪৩
সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়া ৪৩

## হোমেন বরগোহাঞি

( জ ১৯৩১ )

স্মৃতি ৪৫

ওফেলিয়া ৪৬

## হীরেণ ভট্টাচার্য

( জ ১৯৩২ )

বাঁশির ডাক ৪৭

ও ৪৮

শিরায় শিরায় ৪৯

লাঞ্ছিত সূর্য ৪৯

জোনাকি-মন ২৬, ৩৬ ৩৭ ৫০

ভোগালি ৫০

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ৫১

কাঠ-হওয়া অশ্রুর গান ৫১

দুঃখ আমার কোলের শিশু ৫২

## বীরেশ্বর বরুয়া

( ১৯৩১ )

লিলির বিকেল ৫৩

একটি বিমান দুর্ঘটনার পর ৫৪

ডাহুকী ৫৫

## নির্মলপ্রভা বরদলৈ

( ১৯৩৩ )

অন্ধকার ৫৭

দুঃখের পাহাড় ৫৮

করুণতম ৫৮

বৈশাখ ৩ ৫৯
বশিষ্ঠে দুপুর ৬০
মর্মান্তিক ৬১
পরম প্রহর ৬২
সমাগত ৬৩

নীলমণি ফুকন
( জ ১৯৩৩ )
ঘুমের ভিতরে ও তেড়ে এসেছিল ৬৫
একটি শিশুর সাথে ৬৬
এখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ৬৭
এই একটিমাত্র শব্দ ৬৮
আমার নিঃসঙ্গতম অনুভূতিতে ৬৯
কোথায় যাবে বলো উন্মাদিনী ৭০
গাছের চূড়ায় দোলে ঝড়ের মুকুট ৭১
হংসধ্বনি শুনেছি ৭২
রাতের বৃন্দাবন-দিয়ে ৭৪
পরশুই জলমগ্ন লোকটি ৭৫
আসুন বেরিয়ে পড়ি ৭৮
কত কথা ভুলে গেছি কত কথা ভুলে থাকি ৭৯

প্রফুল্ল ভুঞা
( জ ১৯৩৪ )
এক মানুষের প্রাণ ৮১

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
( জ ১৯৩৭ )
সোমগিরির স্মৃতি ৮২
অস্তাচল ৮৪
টাইগার হিলে সূর্যোদয় ৮৫

## হীরেন গোহাঁই

( জ ১৯৩৯ )

অক্টোবর ৮৭

উত্তর রবীন্দ্র ৮৮

## ভবেন বরুয়া

( জ ১৯৪১ )

সোনালি জাহাজ ৯১

শুভ্রতার স্বর ৯১

তোমাদের ৯২

শব্দাবলী ৯৪

ঠিক সন্ধ্যা বেলা ৯৪

ভাঙা ঘুমের স্বর ৯৫

ঝড়ের প্রান্তে ৯৬

চির-উজাগর নীল ৯৭

সাগরিকা ৯৮

## হরেকৃষ্ণ ডেকা

( জ ১৯৪৩ )

জ্যোৎস্না ৯৯

স্বপ্ন ১০০

একটি দূরের ডাকে ১০১

অন্ধকার থেকে ১০২

আশীর ভূমিকম্পের পর ১০৪

## সৈয়দ আব্দুল হালিম

( জ ১৯৩৭ )

ফুল, রক্ত আর বৃষ্টির আলয়ে সামসুদ্দীনের প্রত্যাবর্তন ১০৭

টীকা ১১৩


—×—

# ভূমিকা

## আধুনিক অসমীয়া কবিতা

## ( চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাটের দশক )

এক

বিংশ শতাব্দীর কবিতার দুটি ধারা, একটি প্রতীকী অন্যটি আধুনিক। এই দুটি ধারাই মূলত উনিশ শতকী রোমান্টিক উচ্ছ্বাস-বিরোধী। আধুনিক বাংলা কবিতা, অসমীয়া কবিতা, বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার আধুনিক কবিতা এই দুটি ধারাশ্রয়ী ; আর দুটি ধারাই ভারতীয় সাহিত্যে পাশ্চাত্যের দান।

আধুনিক ধারার কবিতায় তীব্র প্রবল প্রাত্যহিকের উপস্থিতি, সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতিধ্বনি ; অর্থাৎ আধুনিক ধারা তীব্র সমাজ চেতনায় বিধৃত। প্রতীকী ধারার কবিতায় স্মৃতি-ধৃত অভিজ্ঞতা চিত্রকল্পে ( যা কিনা কবিতার প্রাণ ) বাণীবদ্ধ হ'য়ে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পায় ; সাধারণত জীবন-রহস্য ও সৌন্দর্য সম্পর্কে ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রতীকী প্রকাশ, নান্দনিক রহস্য-ময়তার কাছে আত্মসমর্পণ, ধর্মীয় নিষ্ঠাসহকারে শৈল্পিক সৌন্দর্য সাধনা, এমন কি ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির স্বেচ্ছা বিপর্যয় প্রতীকী ধারার কবিতার বৈশিষ্ট্য। তবে আধুনিক ধারা ও প্রতীকী ধারা পরস্পর সম্পৃক্ত। বোদলেয়ার প্রতীকী হ'য়েও আধুনিক, কোনো-কোনো বাঙালী কবি আধুনিক হ'য়েও প্রতীকী, কোনো-কোনো অসমীয়া কবি প্রতীকী হ'য়েও আধুনিক। আধুনিক মানসিকতা—কলাকুশলতা দুটি ধারারই অন্বিষ্ট।

আধুনিক কবিরা সমাজ-সচেতন—বস্তুতান্ত্রিক—অন্তর্মুখী চিন্তার বাহক—উপ-লব্ধিজাত আন্তর সত্যের প্রকাশক—রামধনুরঙ রোমান্টিকতা-বিরোধী। অনিকেত মনোভাব, নৈরাশ্য ও ক্লান্তি, সংশয়দ্বিধা আর অন্তর্দ্বন্দ্ব আধুনিক কবিতার উপজীব্য। শহুরে জীবন প্রতিফলিত আজকের কবিতায় ; নির্জনতা, বিষাদ, বিতৃষ্ণা, নির্বেদ, নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা আর দুঃখবোধ তার আত্মাজুড়ে,—আর এ সবই সভ্যতা-সৃষ্ট সমাজ-ব্যবস্থার অবদান। ১৮৫৭ এ 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর থেকেই রঙ-বেরঙ রোমান্টিকতার স্বপ্নলোক থেকে বেরিয়ে এসে 'এক সত্য দেবতা'র পায় অঞ্জলি দিচ্ছেন বিশ্বের কবিরা। দুঃখী

পাপী, রুগ্ন, মুমূর্ষু আর অমৃতাভিলাষী মানুষের আত্মোপলব্ধির অভিজ্ঞানে দীপ্ত বিংশ শতাব্দীর কবিতা।

বিশ্বকে তদ্‌গত দৃষ্টিতে দেখেন আধুনিক কবিরা। অন্তর্বীক্ষা, আত্মচেতনা, আর আবেগ-তীব্রতা তাঁদের স্বধর্ম ; ঐতিহ্যচেতনা, কালচেতনা তাঁদের মর্মমূলে। বস্তু বা ঘটনার বহিরঙ্গ নয়, অন্তরঙ্গ রূপ—অর্থাৎ বস্তু বা ঘটনার অন্তরের সত্য ভাষণ আজকের কবিতা। কবিতার উৎস জীবন—জীবনের ভাষ্যকার আধুনিক কবি। বিশ্বচেতনা স্বয়ংক্রিয় আজকের কবিতায়। বিস্ময়ের আত্মতায় সুনির্দিষ্ট চরিত্র নিয়ে আজকের কবিতা কড়া নাড়ে—অকপটতা, অবৈকল্য তার বক্ষজুড়ে। সুন্দর অসুন্দর আজকের কবিতায় তুল্যমূল্য।

আধুনিক কবিতায় মগ্নচৈতন্যের যথেষ্ট প্রভাব—ইম্প্রেশনিজম্, এক্সপ্রেশনিজম্ আর এগ্‌জিস্টেনশিয়ালিজমের প্রভাবও অনস্বীকার্য। আবেগ ও মননের সমাহৃতি, পরিমিত মাত্রায় রোমান্টিকতা, এমন কি ক্লাসিক ধারারও অনুবর্তন হ'য়ে থাকে আজকের কবিতায়।

আধুনিক কবিতার ভাষা সাধারণত অলংকারহীন, নিরাভরণ, চলিত বাগ্‌ধারাকেই আশ্রয় ক'রে প্রধানত নির্মিত তার বাক্ ; কবিতার ভাষা যেহেতু কবিতার আত্মারই ভাষা, তাই বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির সংমিশ্রনও হ'য়ে থাকে আজকের কবিতায়। চিত্রকল্প আর প্রতীকে নির্মিত আধুনিক কবিতার ভাষা। প্রাবন্ধিক ভাষা নয়, মিত কথন আধুনিক কবির অন্বিষ্ট ; আর উপযুক্ত শব্দ-বিন্যাসের মধ্যদিয়ে তা সার্থক হ'য়ে ওঠে কবিতায়। আধুনিক কবিতায় সঙ্গীতের প্রাধান্য নেই, শব্দের গভীর অর্থ আবিষ্কারের দিকেই তার ঝোঁক। প্রতিটি শব্দ, ধ্বনি, ছোটো বড় পংক্তি, পংক্তিবিন্যাস, পংক্তির মাঝখানকার ফাঁক, অথবা ড্যাস্, এমন কি যতিচিহ্নও খুব তাৎপর্যপূর্ণ হ'তে পারে আজকের কবিতায়। আজকের কবিরা ভাষার পুনর্নির্মাণে মগ্ন—কাব্যের ইতিহাস যেহেতু টেকনিকের ইতিহাস, তাই ভাষার সীমাবদ্ধতা, ব্যাকরণের নিয়মাবলী—কবিতার কানুন বার বার ভাঙছেন আজকের কবিরা।

প্রথম কণ্ঠস্বরের প্রাধান্য আজকের কবিতায়। বিশ্বের প্রায় সব বিখ্যাত কবির রচনায় প্রথম কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত। প্রথম কণ্ঠস্বর কবির অন্তরবাসীরই স্বর, অন্তরতমেরই উচ্চারিত বাণী আর তা সাঙ্গীতিক আবেগে, চিত্রকল্প প্রতীকে ধ্বনি ব্যঞ্জণার মধ্যদিয়ে প্রকাশ পায় কবিতায়।

আধুনিক কবিতা প্রধানত গদ্য কবিতা। এক অন্তর্গত ছন্দ-যতিতে লেখা

হয়ে থাকে ; অর্থাৎ তারও এক আন্তর সঙ্গীত বা নিহিত ভঙ্গিমা আছে। গদ্যস্পন্দ বা মুক্তক-বন্ধে আধুনিক কবিরা লেখন। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, উইট, বিরোধাভাস, শ্লেষ, স্বভাবোক্তি ইত্যাদিও যথার্থ কাব্যিক ব্যঞ্জনায় অথবা বাচ্যাতীতের বৈদ্যুতিক স্পর্শে প্রকাশ পায় আজকের কবিতায়।

কবিতা অনুভবেরই ভাষা—আধুনিক কবিতার ভাষাও অনুভব-জাত। ধ্বনির মাধ্যমে অনির্বচনীয়কে আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করে কবিতা। বিশেষ পদ্ধতিতে শব্দ-বিন্যাস করে কল্পনা বা অনুভূতির ছবি আঁকেন কবিরা। প্রধানত বোধ, গৌণত বুদ্ধির ভূমিকা ক্রিয়াশীল কবিতায়। আর কবিতা যখন প্রতীক চিত্র-কল্প ইত্যাদির মাধ্যমে বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে, যুক্তি নির্ভরতা ছাপিয়ে ব্যঙ্গার্থে পৌঁছায় অর্থাৎ তীব্রতম ব্যঞ্জনা বা একাধিক অর্থের দ্যোতনা করে তখনই কবিতা মুক্তির ভাষা—অনির্বচনীয়ের দীপশিখা, তখনই কবিতার ভাব ও ভাষায় আসে নৈর্ব্যক্তিকতা, কবিতা হ'য়ে ওঠে অমৃতস্পৃষ্ট।

কবিতার প্রধান কাজ আনন্দদান। ভাষাকেও সৌন্দর্যদান করে কবিতা। কখনো-কখনো নতুন অভিজ্ঞতার জন্ম দেয় কবিতা, কখনো পরিচিত বস্তু সম্বন্ধে নতুন ধারণা জন্মায় অথবা ভাষার অতীত কোনো অভিজ্ঞতার স্বাদ এনে দেয়।

আধুনিক কবিতার গতি প্রকৃতি, তার আত্মা ও আঙ্গিক প্রায় সব দেশের সাহিত্যেই এক ; বাংলা, অসমীয়া ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার কবিতার গতি প্রকৃতি, রূপরেখাও প্রায় এক ও অভিন্ন। তবে স্থান, কাল, পাত্র, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য-ভেদে পরিবেশের পরিবর্তনে সব বস্তুই অভিনব হয়ে ওঠে ; বাংলা, অসমীয়া ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার কবিতাও স্থান, কাল, ব্যক্তি আর ঐতিহ্যের প্রভেদে অভিনব। আর এই অভিনবত্বই যে-কোনো সাহিত্যের স্বকীয়তা।

দুই

চল্লিশের নতুন 'জয়ন্তী' পত্রিকার কবিগোষ্ঠী অসমীয়া কবিতাকে নতুন সাজসজ্জায় ভূষিত করেন—তখন থেকেই অসমীয়া কবিতা আধুনিকতার দিকে পদ সঞ্চালন করে। সাহিত্য পত্রিকা 'জয়ন্তী'র কবি গোষ্ঠীই অসমীয়া কবিতায় নিয়ে আসেন নতুন ভাবনা, নতুন আঙ্গিক ; ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে নিয়ে আসেন নতুনত্ব। ভাবের দিক থেকে পূর্ববর্তী কবিদের প্রেমানুভূতি, সৌন্দর্যপ্রীতি, রোমান্টিক উচ্ছ্বাস পরিহার ক'রে সমাজ-চেতনা বা প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা, সভ্যতার সংকট বা তার অবক্ষয়জনিত রূপের প্রকাশ এই সময়ের

কবিতার বৈশিষ্ট্য ; আঙ্গিকের দিক থেকে গদ্য-গন্ধী শব্দ, মুক্তক ছন্দবন্ধ, স্পন্দিত গদ্যের ব্যবহারও এই সময়ের সাধারণ লক্ষণ। কবিত্রয় অমূল্য বরুয়া, ভবানন্দ দত্ত ও হেম বরুয়ার উদ্যোগেই অসমীয়া কবিতায় আধুনিকতার শুভারম্ভ। চল্লিশের দশকে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রয়াত কবি অমূল্য বরুয়াই অসমীয়া কবিতায় আধুনিকতার প্রথম উদ্বোধক। তাঁর 'অন্ধকারের হাহাকার', 'বেশ্যা' ; ভবানন্দ দত্তের 'রাজপথ' ও হেম বরুয়ার 'বাঁদর' ভাব ও আঙ্গিকের দিক থেকে অসমীয়া কবিতায় আধুনিকতার দিশারী। চল্লিশের অসমীয়া কবিতার ভাষা ও ভাবের ভুবনে নতুনত্ব এলেও বেশির ভাগ কবিতাই রসোত্তীর্ণ হ'য়ে উঠেনি।

চল্লিশের দশকে কবি নবকান্ত বরুয়া আবির্ভূত হন। পঞ্চাশের দশকে লেখা কবিতাগুলিই তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, জিজ্ঞাসা ও কাব্যশৈলীর বৈশিষ্ট্যে স্বাক্ষরিত। এ সময়েই বেশ কিছু সার্থক কবিতা রচনা ক'রে নবকান্ত বরুয়া অসমীয়া সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান ক'রে নেন। প্রধানত 'পলি', 'এইখানে নদী ছিল', 'অন্ধকার রাতের এলিজি', 'সনিমন্ত্রিত', প্রভৃতি কবিতাতেই তাঁর প্রতিভা দীপিত হ'য়ে ওঠে। 'অন্ধকার রাতের এলিজি' ও 'এইখানে নদী ছিল'—এই দুটি কবিতার ভাবগত পরিমণ্ডলও বেশ বিস্তৃত। 'পলি,' 'মনে কি পড়ে না অরুন্ধতী,' 'সনিমন্ত্রিত' নিরলঙ্কার, মিত কথনে রচিত আধুনিক কবিতা। তিনি যুগসন্ধির কবি। অসমীয়া সাহিত্যে রোমান্টিকতার শেষ পর্যায় আর আধুনিকতার মাঝখানে তিনি সেতুস্বরূপ। তাঁর কবিতা চারিত্র্যগুণে ও স্টাইলের দিক থেকেও রোমান্টিকতা ও আধুনিকতার মিলন ক্ষেত্র।

নবকান্ত ঐতিহ্য-সচেতন কবি। কলং কপিলী দিজু নদী থেকে মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র তাঁর কবিতায় প্রবাহিত। দেওধনি থেকে সাঁওতালী নাচ ঢেউ খেলে তাঁর কবিতায়। তাঁর বহু কবিতায় আসামের প্রকৃতি চিত্রিত—বৃহত্তর ভারতীয় ঐতিহ্য মুদ্রিত। তাঁর কবিতা চিত্রধর্মী, কথ্যভাষা নির্ভর, নাটকীয় গতিবেগ তাঁর কবিতায় ক্রিয়ারত। তিনি প্রধানত মাত্রাবৃত্ত বা মিশ্র-কলাবৃত্ত ছন্দে লেখেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু মূল্যবোধের সংকট, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, বুদ্ধি-অনুভূতির দ্বন্দ্ব, কালচেতনা, রাষ্ট্রচিন্তা ইত্যাদি। রবীন্দ্র-নাথের সৌন্দর্যবোধ ও ওয়েস্টল্যাণ্ডের ভাবধারায় প্রভাবিত হ'য়েও তাঁর কবিতা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান। তাঁর অসামান্য কবিত্বই তাঁকে অসমীয়া সাহিত্যে অসাধারণ ক'রে তুলেছে। টেকনিকের মায়াবিস্তার নয়, কবিত্বের ইন্দ্রজালই

কবির গৌরব-মুকুট। 'পলি' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। তাঁর কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা: 'এইখানে নদী ছিল', 'অন্ধকার রাতের এলিজি', 'সম্রাট' (প্রথম অংশ), 'সনিমন্ত্রিত' ইত্যাদি। আধুনিক অসমীয়া কবিতার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে নবকান্ত বরুয়ার অবদান অনেক। আধুনিক পাশ্চাত্য কবিতার ভাব ও রূপের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। এই সমন্বয়মুখী চিন্তাধারা থেকেই অসমীয়া কবিতায় এসেছে নতুন শৈলী, নতুন ভঙ্গি, নতুন চিত্রকল্প, অভিনব ছন্দ।

চল্লিশের দশকে অজিৎ বরুয়া আত্মপ্রকাশ করেন। পঞ্চাশের দশকে নীরব থেকে ষাট ও শত্তরের দশকে পুনর্বার আবির্ভূত হন। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় বসে লেখা তাঁর 'মন-কুয়াশা-সময়' অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম সার্থকতম আধুনিক কবিতা। এবং তিনিই যথার্থ অর্থে অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি। তিনি প্রকরণ কুশলী কবি। (এমনি প্রকরণ নিপুণ যে তাঁকে সীমিত অর্থে অসমীয়া সাহিত্যের ভারতচন্দ্র আখ্যা দেওয়াই শ্রেয়।) তাঁর কবিতায় মেধা ও আবেগের সমাহার। এদিক থেকে তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তুলনীয়। আধুনিক মানসিকতা ও আঙ্গিক কুশলতা তাঁর কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এলিয়টের আধুনিকতার অন্তর্লোকে প্রবেশ ক'রেই তিনি অসমীয়া লোকগীতির ভাষা—এমন কি শংকরীয় ঐতিহ্যের ভাষাকেও কবিতায় ব্যবহার ক'রে কথ্য ভাষা নির্ভর নিজস্ব কাব্য-ভাষা নির্মাণ করেছেন। প্রধানত গদ্য ছন্দে, কথ্য ভাষায় তিনি কবিতা রচনা করেন; চিত্রকল্প ও প্রতীক তাঁর কবিতায় ভাস্বর। তাঁর কবিতার আবেদন প্রধানত মেধায়, গৌণত হৃদয়ে।

অজিৎ বরুয়া সাধারণত জটিল অনুভূতিকে কাব্য-রূপ দেন। তাই সব সময় তাঁর ভাষা ব্যাকরণ-সম্মত হয় না—নিজস্ব ভঙ্গিতে শব্দ-বিন্যাস ক'রে তাঁর জটিল ভাবানুভূতির আভাস দেন। চেতনার বিভিন্ন স্তরে তাঁর অভিজ্ঞতা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'য়ে কাব্য-রূপ পায়। তাই তাঁর কবিতা আপাত-অসংলগ্ন প্রতীকী চিত্রে ভরপুর। 'জেংরাই ১৯৬৩' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এই কবিতাটি জাগ্রত ও সুপ্ত, চেতন ও অবচেতন পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে একটি বিশেষ স্থানে রাত্রি যাপনের অভিজ্ঞতা। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সর্বগ্রাসী ভয়, মৃত্যু অথবা রূপকথার জগতে আশ্রয় নেবার অবচেতন বাসনা বাণীরূপ পেয়েছে কবিতাটিতে। আর সব শেষে জীবনকে একটি স্বপ্নের মতো উপলব্ধি

ক'রে সমাপ্ত হয়েছে কবিতাটি। এই সব মিশ্র জটিল অনুভূতির কাব্য-রূপ কবিতাটি। তাঁর কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা : 'মন-কুয়াশা-সময়', 'হঠাৎ নিঃসঙ্গ এক দমকা হাওয়া', 'অবন্তী নগর', 'একজোড়া তামার কুশি', 'মন-দেয়া নদী' ইত্যাদি।

অজিৎ বরুয়া নিঃসন্দেহে অসমীয়া সাহিত্যের একজন সার্থক কবি। তাঁর নির্মিত কাব্যভাষা অসমীয়া সাহিত্যে অভিনব আর যেহেতু অভিনব তাঁর কাব্যভাষা তাই কবি হিসাবে দীর্ঘায়ু তাঁর প্রাপ্য।

মহিম বরা, হরি বরকাকতি, হোমেন বরগোহাঞি ও বীরেশ্বর বরুয়া পঞ্চাশের খ্যাতিমান কবি।

মহিম বরার কবিতা চিত্রকল্প ও প্রতীকে দীপ্ত। তাঁর কবিতা চিত্র প্রধান, সঙ্গীতধর্মী। তাঁর ছোটো গল্পের মতোই তাঁর কবিতায়ও লিরিকাল আবেগের অনুরণন। তিনি আসামের প্রকৃতি ও রূপকথা থেকে চিত্রকল্প চয়ন ক'রে প্রাণের রঙে তাঁর ছোট্টো কাব্যসংসার সাজিয়ে তোলেন। তাঁর কাব্য সংসারে কাদাখোঁচার লেজে সময় কম্পন তোলে, বর্ষণে উদ্বেল হ'য়ে ওঠে পুকুর, উড়ে বেড়ায় প্রাণচঞ্চল ফড়িঙের দল, ফুল কুমারী, কমলা কুমারী আর তেজিমলার স্মৃতি বিষণ্ণতার আবেশ আনে।

সীমাবদ্ধ তাঁর উপলব্ধির জগৎ, ধ্বংস, ক্ষয়, স্বপ্নভঙ্গ-জনিত দীর্ঘশ্বাস, আর অমর অক্ষয় জীবনের ক্ষণিক জ্বলে-ওঠা দীপশিখার মতোই সীমিত তাঁর জগৎ। তাঁর স্মরণীয় কবিতা : 'মাছ', 'রাঙা ফড়িঙ' 'ভরলী পারের বিকেল', এবং 'শিলাবৃষ্টির পর উষায়'। 'মাছ' চিরন্তন কামনা আর সৃষ্টির প্রতীক, ছন্দায়িত জীবন আর অক্ষয় সৃষ্টির মূর্ত প্রতীক 'মাছ'। কাব্যিক ব্যঞ্জণায় কিছু বিমূর্ত ভাব রূপ পেয়েছে 'ভরলী পারের বিকেল'এ। 'রাঙা ফড়িঙ' কবিতাটি রোমান্টিক চেতনায় দীপ্ত—প্রধানত স্মৃতি ও মানুষের মধ্যেকার দূরত্বের 'effect' কবিতাটিতে প্রকাশিত। 'শিলাবৃষ্টির পর উষায়' সাংকেতিক ভাষায় ধ্বংসের পর জীবনের গান।

মহিম বরার কবিতা কিছু পরিমাণে জীবনানন্দীয় অনুষঙ্গে আক্রান্ত।

হরি বরকাকতি জীবন-সত্যের মুখোমুখী দাঁড়ান, ঘোড়ার ক্ষুরের দাগে বন্ধুর জীবনপথ দিয়ে চলেন। তাঁর স্মরণীয় কবিতা 'বলাকা', 'অনুর্বরা'। রোমান্টিকতার শেষ রশ্মিপাতে তাঁর কবিতা কিছুটা বর্ণাঢ্য। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কিছু পরিমাণে সিনিকাল। প্রধানত মুক্তক-বন্ধে, মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দে তিনি লেখেন। সাবলীলতা—গতিময়তা তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

হোমেন বরগোহাঞির কবিতায় পাশ্চাত্য চিন্তাধারা, ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র ঈষৎ প্রভাব। তিনি সাধারণত মুক্তক-বন্ধে, মিশ্রকলাবৃত্ত বা গদ্য ছন্দে লেখেন।

বরগোহাঞির কোনো-কোনো কবিতার ভাষায় আধুনিকতা কিছুটা ম্লান। তাঁর কবিতায় প্রধানত মৃত্যু-বাসনা, অন্ধকার-প্রীতি, রহস্যময় মনোজগৎ, নস্টাল-জিয়া আর নিঃসঙ্গতার পক্ষবিধূনন। তাঁর কবিতায় প্রতীক চিত্রকল্প, দুই-ই পাওয়া যায়।

বীরেশ্বর বরুয়ার 'লিলির বিকেল' অসমীয়া সাহিত্যের বিখ্যাত কবিতা। প্রতীকী ভাষায় রচিত এই কবিতাটিতে একটি বিকেলের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। হতাশা আর কারুণ্যের সুরে কবিতাটি সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী। তাঁর 'একটি বিমান দুর্ঘটনার পর' ও 'ডাহুকী' উঁচু মানের কবিতা। তিনি গদ্য ছন্দে, কথ্য ভাষায় লেখেন, সুন্দর চিত্রকল্প ব্যবহার করেন। কালচেতনা, আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব, যন্ত্রনাকাতর অথচ স্বপ্নমুগ্ধ একটি সুর তাঁর কবিতায় অনু-রণিত। তাঁর কবিতার সৌন্দর্য পংক্তিতে পংক্তিতে নয়, বা বিশেষ কোনো চিত্রকল্পেও নয়, আস্ত কবিতায়।

ষাটের দশক অসমীয়া কবিতার ভুবনে উজ্জ্বল সময়। এই সময়েই আধুনিক অসমীয়া কবিতার প্রধান পুরুষ নীলমণি ফুকন কবিতার সন্ধানে বিশ্বপর্যটনে বেরিয়ে পড়েন; আর এই সময়েরই প্রধান কবি ভবেন বরুয়া, হীরেণ ভট্টাচার্য, নির্মলপ্রভা বরদলৈ ও হরেকৃষ্ণ ডেকা। এই সময় সীমার মধ্যেই অসমীয়া কবিতার ভাষা, ভাব আর রূপের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে আধুনিকতা পরিলক্ষিত হয়। এই সময়েই এক দশকেরও অধিককাল নীরবতার পর অজিং বরুয়া তাঁর 'জেংরাই ১৯৬৩' এই গুরুত্বপূর্ণ কবিতাটি লিখে পুনর্বার আত্মপ্রকাশ করেন। এই সময়েই অসমীয়া কবিতায় 'মুখ্যত ইংরেজী' 'কখনো বাংলা ভাষা'র মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কাব্যচিন্তার প্রভাব পড়ে; বিশ্ব-কবিতার সঙ্গে অসমীয়া কবিদের অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়। আর এই সময়েই অসমীয়া কবিতা প্রতীক-চিত্রকল্পের সুষমায় উজ্জ্বলতর হ'য়ে, নিজস্ব ঐতিহ্যের পথ ধ'রে রস-গঙ্গোত্রীর দিকে যাত্রা আরম্ভ করে। জাপানী, চীনা কবিতার অনুবাদ এই সময়েরই ঘটনা।

নীলমণি ফুকন আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর চিত্রকল্প আবেদনে অভিভূত করে; তাঁর প্রতীক ব্যবহারও মনোহর। তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় নির্জনতার প্রতিধ্বনি; সাম্প্রতিক কবিতা

সমাজ-চেতনায় দীপ্র। তাঁর নির্জনতাবোধ এসেছে এই শতাব্দীর ভয়ংকর ব্যাধি বিচ্ছিন্নতা থেকে, সমাজ-চেতনা এসেছে দুস্থ দুঃখী অসহায় মানুষের আর্তনাদ থেকে। তিনি ঐতিহ্য-সচেতন কবি। তাঁর কবিতায় অসমীয়া তথা বৃহত্তর ভারতীয় ঐতিহ্য অন্তঃশীলা। আসামের প্রকৃতি তাঁর কবিতার প্রায় সর্বত্র ছায়া বিস্তার ক'রে আছে; তার নদ-নদী, বিচিত্র ঘাসগাছ, বন-বনানী আর পক্ষীকুল প্রতীক আর চিত্রকল্প হ'য়ে আলাপচারী। গদ্য-ভঙ্গিতে এক অন্তর্গত ছন্দে তিনি কথা বলেন—যে-কোনো সচেতন পাঠক বা রসিকজন উৎকর্ণ হ'য়ে শোনেন তাঁর কণ্ঠস্বর।

তাঁর কবিতায় প্রথম কণ্ঠস্বরের প্রাধান্য। কবিতাগুলো প্রধানত চিত্রধর্মী, সাঙ্গীতিক স্বাদুতায় অনন্য—ভাস্কর্যে নিটোল। অভিনব তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গি। আধুনিক মানসিকতা ব্যক্ত তাঁর কবিতায়। ব্যঞ্জনাধর্মী ও বহুমাত্রিক তাঁর কবিতা। বস্তু বা ঘটনার আন্তর সত্যের দিকেই নীলমণির দৃষ্টি, তাই তাঁর বহু কবিতা গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। প্রাত্যহিক জীবন আর সামাজিক বাস্তবতা থেকে উঠে আসে তাঁর কবিতা। তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য প্রকৃতি, নারী, মৃত্যু, নিঃসঙ্গতা-বিষাদ-যন্ত্রণা, মানব-জীবন তথা বিশ্বচরাচরের অন্তিম রহস্য।

নীলমণি বহু উৎকৃষ্ট কবিতার স্রষ্টা। ...“গত একশো বছরের অসমীয়া কবিদের প্রথম সারিতেই তাঁর স্থান।” কেউ-কেউ মনে করেন তিনি অসমীয়া সাহিত্যে জীবনানন্দের ধারার কবি। আমার মনে হয় বিশ্বকবিতার ঐতিহ্য স্বীকরণ ক'রে তিনি একজন অসামান্য কবি। চীনা, জাপানী কবিতা ও লোরকার কবিতার খ্যাতকীর্তি অনুবাদক-কবিও তিনি।

ভবেন বরুয়া আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক। তাঁর কাব্য সমালোচনা যুক্তিযুক্ত, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। তিনি আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের বিশিষ্ট মননশীল কবি। আবেগ ও মননের যুক্তবর্ণ তাঁর কবিতা। নান্দনিক চেতনা, কবিতার কারুকলা সম্পর্কে সচেতন মনোভাব এবং সমালোচক-সত্তা তাঁর কবিতার নির্মাণ-কর্মে সহায়ক। কামনা-বাসনা সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা সূক্ষ্মভাবে ব্যক্ত তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতা ব্যঞ্জনাধর্মী— অনেক কবিতা একাধিক অর্থযুক্ত। তিনি প্রকরণ কুশলী কবি। প্রতীক ও চিত্রকল্প তাঁর কবিতার সৌন্দর্য। নিটোল, ঘনপিনদ্ধ তাঁর কবিতা। মিত কথন তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। শব্দ-বিন্যাসে কোথাও-কোথাও তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত।

ভবেন বরুয়ার কবিতা অসমীয়া তথা বৃহত্তর ভারতীয় ঐতিহ্য-চেতনায় দীপ্ত। তিনি বেশ কিছু উৎকৃষ্ট কবিতার জন্মদাতা। তাঁর কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা : 'সোনালি জাহাজ', 'শুভ্রতার স্বর,' 'শব্দাবলী', 'ঠিক সন্ধ্যা বেলা', 'ভাঙা ঘুমের স্বর,' 'ঝড়ের প্রান্তে,' 'চির-উজাগর নীল' ইত্যাদি।

হীরেণ ভট্টাচার্যের কবিতা আন্তরিক মানব-প্রেম ও স্বতঃস্ফূর্ত সমাজ-চেতনায় স্পন্দিত। তিনি কিছু পরিমাণে রোমান্টিক চেতনায়ও অনুপ্রাণিত। আসামের প্রকৃতি ষোড়শী-মূর্তি ধ'রে আবির্ভূত তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতা সঙ্গীত ধর্মী, চিত্র-প্রধান; গদ্য-ভঙ্গিমায় তিনি কথা বলেন, সুন্দর চিত্রকল্প তিনি ব্যবহার করেন। তাঁর কবিতা নিটোল। তৎসম, তদ্ভব শব্দ আর বিশুদ্ধ অসমীয়া শব্দ তাঁর কবিতায় পাশপাশি ব্যবহৃত হয় অবলীলা-ক্রমে এবং শৈল্পিক সুষমায় হ'য়ে ওঠে আকর্ষণীয়। তাঁর হাইকু টাইপের কবিতায় শব্দের আশ্চার্য ভাস্কর্য। তাঁর প্রেমের কবিতা গভীর ব্যঞ্জণাময়।

'জোনাকি-মন' এই শিরোনামে এক থেকে ছয় পংক্তিতে লিখিত তাঁর কবিতাগুলো সংখ্যায় ৬৭ আর প্রতিটি কবিতাই 'স্বয়ং সম্পূর্ণ'। এই কবিতা-গুলোর বেশ কয়েকটি ভাবের দিক থেকে অমন গভীর, শিল্পগুণে অমন হৃদয়-গ্রাহী যে গালিবের গজলের মতোই আবেদনীয়। বলা বাহুল্য, কিছু উৎকৃষ্ট কবিতা সৃষ্টির জন্য এবং 'জোনাকি-মন' এর বেশ কয়েকটি উঁচু মানের কবিতার জন্য কবি হিসাবে হীরেণ ভট্টাচার্য অসমীয়া সাহিত্যে মর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

তিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় অসমীয়া কবি। তাঁর কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা : 'বাঁশির ডাক', 'ও', 'শিরায় শিরায়,' 'ভোগালি', 'কাঠ-হওয়া আক্রুর গান,' 'দুঃখ আমার কোলের শিশু' ইত্যাদি এবং 'জোনাকি-মন' এর কিছু কবিতা।

শত্তর দশকে লেখা কবিতাগুলোই নির্মলপ্রভা বরদলৈকে অসমীয়া সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর কবিতায় সামাজিক ভাবনা-চিন্তা পক্ষ বিস্তার করে আছে। বৃহত্তর মানব সমাজের আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখের দাবীতে উন্মুখ তাঁর কবিতা। বিপ্লব না আসার জন্য তিনি সঙ্কুচিত, দ্বিধাগ্রস্ত মানুষকেই দায়ী করেছেন। তাঁর কিছু কবিতা বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম-বোধের অভিজ্ঞানে উজ্জ্বল এবং অন্তিম আত্মসমর্পনের প্রার্থনায় বেদনা-মধুর; আবার কিছু-কিছু কবিতা এক ধরনের নস্টালজিক অনুভূতির সুন্দর প্রকাশ। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতাও তাঁর কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁর সাম্প্রতিক কবিতা মিতবাক্, ব্যঞ্জণাময়, কাব্যিক ভাবনায় আক্রান্ত। তিনি গদ্যছন্দে

অথবা নিহিত ভঙ্গিমায় অর্থাৎ এক অন্তর্গত ছন্দে কবিতা লেখেন। তাঁর কবিতার আন্তর সঙ্গীত (যা কিনা মূল ভাবের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে থাকে) প্রাণিত করে। তাঁর কবিতা চিত্রপ্রধান, ভাবঘন প্রতীকী ব্যঞ্জনায় দীপ্ত, সুন্দর চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ, তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য 'অস্তিত্বের—সত্তার—আত্ম-পরিচয়ের অর্থ-মূল্য-ভিত্তি, সময়-প্রবাহ, জীবনের অন্তিম নিঃসঙ্গতা, মৃত্যু-যন্ত্রণা' ইত্যাদি।

নির্মলপ্রভা আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি। তাঁর কিছু উৎকৃষ্ট কবিতা ঃ 'অন্ধকার', 'দুঃখের পাহাড়', 'করুণতম', 'বৈশাখ—৩,' 'বশিষ্ঠে দুপুর', 'মর্মান্তিক' ইত্যাদি।

বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, কেশব মহন্ত, হীরেন গোহাঁই ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম কবি। কবি প্রফুল্ল ভূঞা ও সৈয়দ আব্দুল হালিম প্রতিশ্রুতিবান। ভূঞার 'এক মানুষের প্রাণ' একটি অসাধারণ কবিতা। হালিমের 'ফুল, রক্ত আর বৃষ্টির আলয়ে সামসুদ্দীনের প্রত্যাবর্তন' একটি উঁচু মানের কবিতা। মধ্য-প্রাচ্যের আকাশ-বাতাস আর জনজীবনের স্পর্শে কবিতাটি প্রাণবন্ত। আসাম প্রকৃতি ও ভারত সংস্কৃতি উদারভাবে উন্মোচিত কবিতাটিতে। কবিতাটি ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে আত্মীয়তার অভিজ্ঞানস্বরূপ। দুটি কবিতার ভাষায়ই প্রতীক ও চিত্রকল্পের প্রাধান্য।

ঔপন্যাসিক বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে অসমীয়া তথা সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি কিছু উত্তম কবিতারও জন্মদাতা। তাঁর হাইকু টাইপের কবিতাগুলো কবিত্বে দীপ্ত, তিনি চিত্রকল্প ব্যবহার করেন, তবে অলংকারহীন ভাষায় লেখা তাঁর কবিতাগুলোই প্রজ্ঞার আলোকে উজ্জ্বল।

কেশব মহন্তের কবিতা গীতিধর্মী, সামাজিক দায়-বদ্ধতায় অঙ্গীকার-বদ্ধ। গ্রাম্য জীবন থেকে উঠে আসে তাঁর কবিতার চিত্রকল্প। তাঁর কিছু কবিতায় প্রতীক ও চিত্রকল্পের সুন্দর প্রয়োগ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তাঁর সাম্প্রতিক কবিতার ভঙ্গিমা গদ্যধর্মী। তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য কবিতা ঃ 'খেদ', 'যাহারা থাকো হে নদীর শান্ত পারে'।

হীরেন গোহাঁইর কবিতায় ক্ষয়িষ্ণু মানুষের হাহাকার প্রতিধ্বনিত। ব্যঙ্গোক্তি আর নাটকীয় সংলাপে সামাজিক অবক্ষয়ের কথা ব্যক্ত তাঁর কবিতায়। গদ্যছন্দে, চিত্রকল্পের প্রয়োগে, ছন্দময় খণ্ডবাক্যে তাঁর কবিতা উৎরায় ভালো। 'উত্তর রবীন্দ্র', 'অক্টোবর' ও 'যযাতি তাঁর' শ্রেষ্ঠ কবিতা।

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষা চিত্রধর্মী। কবিতায় অনেক সময় তিনি গ্রামীণ শব্দ ব্যবহার করেন। প্রকৃতির বুক থেকে উঠে আসে তাঁর চিত্রকল্প, লোকগীতি বা রূপকথা থেকে উঠে আসে তাঁর পংক্তি। এক অপূর্ব শব্দ গন্ধ রূপ স্পর্শের সান্দ্র নিশ্বাসে ভরপুর তাঁর কবিতা। তাঁর কবিতায় চিত্রকল্পের যেমন প্রাচুর্য, তেমনি ( কোনো-কোনো কবিতায় ) সঙ্গীতময়তার আতিশয্য। ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, বিষাদ-যন্ত্রণা তাঁর কবিতার বিষয়। তাঁর উৎকৃষ্ট কবিতা : 'সোমধিরি স্মরণে' ও 'অস্তাচল'।

হরেকৃষ্ণ ডেকার কবিতায় কথ্য ভাষার নাটকীয় প্রয়োগ, নতুন প্রতীক আর মনোহর চিত্রকল্প অনায়াস লভ্য। তাঁর কোনো-কোনো কবিতা ঘন-পিনদ্ধ, মিত ভাষণে ব্যঞ্জনাময়। তাঁর কবিতা চিত্রধর্মী, সঙ্গীত-প্রধান, মননশীলতায়ও দীপ্ত। অন্তর্গত ছন্দে গদ্য কবিতাও তিনি লেখেন।

তাঁর কবিতায় কাল-চেতনা, সভ্যতাসৃষ্ট জীবন-যন্ত্রণা, নিঃসঙ্গতাবোধ আর বাস্তবতার আনাগোনা। বিশ্বরহস্য, জীবন-জিজ্ঞাসাও অনাগত নয় তাঁর কবিতায়। তাঁর কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা : 'জ্যোৎস্না,' 'একটি দূরের ডাকে,' 'আশীর ভূমিকম্পের পর' ইত্যাদি।

আধুনিক অসমীয়া কবিতা নবরত্নের কারুকার্যে দীপ্তিময়। সাধারণত কবিতাগুলো অসমীয়া জীবন আর আসাম প্রকৃতির বাঙময় উদ্ভাস—যান্ত্রিক শহুরে জীবন নয়, সত্য উপলব্ধির উজ্জ্বল প্রকাশ। বহু কবিতা আপাত-সরল হ'য়েও অনেক গভীর—স্বভাবোক্তির অন্তরালে গভীর ব্যঞ্জনাময়—আধুনিক মানসিকতার শৈল্পিক প্রকাশ। আবার অনেক কবিতা বর্ণনার অন্তরালে জটিলতার প্রতিধ্বনি—সামাজিক বাস্তবতার আন্তর কাহিনীর রূপ দিতে গিয়েই অনেক কবিতার ভূ-বায়ু জটিল। তাই নিসর্গ-চেতনা বা সমাজ-চেতনা, ঐতিহ্য-চেতনা বা সৌন্দর্য-চেতনা জড়ভরতের রূপ ধারণ করেনি কবিতাগুলোর কোথাও। আর আধুনিক অসমীয়া কবিতার ভাবনায় কিছুই আরোপিত নয়, আহৃত নয়—সবই অর্জিত; 'সত্যমূল্য' দিয়েই আধুনিক অসমীয়া কবিতা রসিকের দুয়ারে কড়া নাড়ে—তার অনেকখানি জুড়ে অনির্বচনীয়।

বিষ্ণুপথ
রুক্মিনীগাঁও
গৌহাটি-২২

রমানাথ ভট্টাচার্য

# অনুবাদ প্রসঙ্গে

১

১৯৭৫ সাল থেকেই আধুনিক অসমীয়া কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয়; আর এই পরিচয় দিনে-দিনে নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়। পরিচয় খুব নিবিড় হলে বুঝতে পারলুম, বহু কবিতার বাংলা ভাষান্তর প্রয়োজন। তাই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বসে-বসে বহু কবিতার বাংলা ভাষান্তর করেছি। আর প্রায় সব নির্বাচিত কবিদের সঙ্গে অনূদিত কবিতা নিয়ে আলোচনায় বসেছি যাতে অনুবাদ ত্রুটি-মুক্ত হয়।

অনুবাদ সাহিত্যের দিগন্ত বিস্তৃত করে—মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে ভাব-বিনিময়ের মধ্যদিয়ে সেতুবন্ধ রচনা করে।

কবিতা অনুবাদ কষ্টসাধ্য কাজ, অনুবাদক মাত্রেই তা জানেন, সুধিবৃন্দেরও তা অজানা নয়। কবিতার যথার্থ অনুবাদ সম্ভব নয়, কারণ প্রত্যেক ভাষার বাগ্‌ধারা, ব্যাকরণ-রীতি, সঙ্গীত স্বতন্ত্র; তা ছাড়া সব ভাষারই কবিতায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, জাতীয় ঐতিহ্য অন্তঃশীলা। তাই যে-কোনো বিদেশী ভাষার কবিতা ভাষান্তরিত হ'লে সাধারণত মূল কবিতার ভাব, সেই কবিতায় ব্যক্ত কবির মনোভঙ্গি, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আমরা জেনে থাকি। আমাদের সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসু শ্রেষ্ঠ অনুবাদক-কবি। কালিদাস, রিল্‌কে, হেল্ডার্লিন ও বোদলেয়ারের কবিতা তিনি অমন উত্তম অনুবাদ করেছেন যে কবিতাগুলো একান্ত-ভাবেই অনুসৃষ্টি হ'য়ে উঠেছে। বিষ্ণু দে অনূদিত টি, এস্, এলিয়টের কবিতা, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অনূদিত মালার্মে, হাইনে, শেকস্‌পীয়র ও অন্যান্য অনেক বিদেশী কবির কবিতাও অনুরূপ অনুবাদ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অনূদিত অনেক বিদেশী ভাষার কবিতাও সার্থক অনুসৃষ্টি হয়ে উঠেছে। সাধারণত কবিতার সঠিক ভাষান্তর হয় না, তাই যে-ভাষায় কবিতা অনূদিত হয় অন্তত সেই ভাষায় কবিতাগুলো যাতে সার্থক কবিতা হ'য়ে ওঠে সে-দিকেই কবিরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। অনূদিত কবিতা অনুসৃষ্টি হ'য়ে উঠলে তা অভিনন্দন যোগ্য, কারণ সে-ক্ষেত্রে মূল কবিতার শব্দ-গন্ধ-রূপ স্পর্শের যথেষ্ঠ আস্বাদ অনূদিত কবিতায় পাওয়া যায় এবং যে-ভাষায় অনূদিত সেই ভাষার কবিতা হিসাবেও তা সার্থক হ'য়ে ওঠে।

অনুবাদ একই উৎস থেকে জাত ভাষায়, সাধারণত প্রতিবেশী ভাষায় সার্থক হ'য়ে ওঠে। এ কারণেই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় রচিত কবিতার

অনুবাদ ওই গ্রুপের বিভিন্ন ভাষায় ভালো উৎরায়; আবার নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার কবিতা ওই গ্রুপের অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হলে সাধারণত রসোত্তীর্ণ হ'য়ে ওঠে। ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মানসিকতার নৈকট্যই তার কারণ। আর এ কারণেই আমি আমার প্রিয় কবি মনতালে, পাবলো নেরুদা বা রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা অনুবাদ না ক'রে একটি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার কিছু কবিতা ওই গ্রুপের অন্য একটি ভাষায় তর্জমা করেছি। (কারো-কারো কাছে আমার এই উক্তিটি কৈফিয়ৎও বটে!)

মাতৃভাষার কাছাকাছি ভাষায় রচিত কবিতা ভাষান্তরিত হলে মূল কবিতার ছন্দ, ভাব, চিত্রকল্প, এমন কি কিছু-কিছু শব্দ পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় অনুবাদে এসে যেতে পারে। বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া মাগধী প্রাকৃত-জাত ভাষা, প্রতিটি পরস্পর ভগ্নীভাষা—তাই যে-কোনো একটি থেকে অন্যটিতে কবিতা অনূদিত হলে তা মূল কবিতার মতো আস্বাদনীয় হতে পারে।

অসমীয়া থেকে যে-সব কবিতা আমি বাংলায় অনুবাদ করেছি, সে-সব কবিতা আমি বার-বার আবৃত্তি করেছি, অভিনিবেশ সহকারে অনেক বার পড়েছি; ফলে মূল কবিতার ভাব, ভঙ্গিমা, সঙ্গীত, চিত্রকল্প বা প্রতীক আমার কাছে উদারভাবে উন্মোচিত হয়েছে; এমন কি মূল কবিতার আন্তর আবহাওয়া পর্যন্ত আমার অন্তর্লোকে সঞ্চারিত হয়েছে। অনূদিত কবিতায় যে-সব ক্ষেত্রে যথার্থ প্রতিশব্দের অভাব হয়েছে, সে-ক্ষেত্রে আমি অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করেছি, মূল কবিতার সঙ্গীত যতদূর সম্ভব অনূদিত কবিতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি, সাম্ভাব্যস্থলে মূল কবিতার শব্দ ভাষান্তরেও অক্ষুণ্ণ রেখেছি; যেখানে দেখেছি মূল কবিতার শব্দ তৎসম হলেও বাংলা ভাষায় বেমানান বা বাংলায় শব্দটি কবিতার ভূ-বায়ু নির্মাণে নিজ ভূমিকার ক্ষেত্রে ব্যর্থ, সেখানে আমি অনুরূপ শব্দ বা বাংলায় মানান-সই সমার্থক শব্দ ব্যবহার করেছি।

অনুবাদ-কর্মে অনেক সময় বাংলা ভাষায় যথার্থ শব্দ পেতে আমার যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে—আমি যথার্থ শব্দের জন্য বাংলা আর অসমীয়া অভিধান বার বার ওলট-পালট করেছি—অভিধানেরা যখন আমাকে আশ্বস্ত করতে পারেনি তখন আমি বন্ধু-বান্ধবদের দারস্থ হয়েছি, বন্ধু-বান্ধবেরা যখন সাহায্য করতে অসমর্থ হয়েছেন তখন সম্ভবপর স্থলে আমি কল্পনার আশ্রয় নিয়েছি—কল্পনার আশ্রয় নিয়ে দেখেছি কল্পনাও একেবারে প্রয়োজনীয় শব্দটি এনে দিতে পারে। (পরে অনূদিত কবিতা নিয়ে কবিদের সঙ্গে যখন আলোচনায় বসেছি তখন দেখতে পেয়েছি

কল্পনার সাহায্যে সত্যিই প্রার্থিত শব্দটি পাওয়া গেছে।) প্রার্থিত শব্দের জন্য আমাকে কখনো মৎসজীবী, কখনো কৃষিজীবী, কখনো সাধারণ ব্যবসায়ীর কাছেও যেতে হয়েছে—আর আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পেরেছি ভারতীয় মুনি-ঋষিরা শব্দকে কেন ব্রহ্ম বলেন। অনুবাদ কবিতায় মূল কবিতার রূপ রস ব্যঞ্জনা বা কাঠামোটি যাতে অবিকৃত থাকে আমি সে-দিকে লক্ষ রেখেছি—প্রয়োজনে অনেক পংক্তির 'আন্তর ভাষ্য' করেছি; তখন মনে হয়েছে অনুবাদও কবিতা-নির্মাণের মতোই কবি-কর্ম। কবিতার অনুবাদ যাতে সার্থক ও মূলানুগ হয়, যাতে অনুবাদেও মূল কবিতার সঙ্গীত রক্ষা পায়, সেজন্য আমি সচেষ্ট থেকেছি, প্রয়োজনে 'কাব্যিক' শব্দ—কয়েকটি ক্ষেত্রে কবি-প্রসিদ্ধিরও অনুসরণ করেছি। অনূদিত কবিতায়, প্রয়োজনে, কবি-প্রসিদ্ধির পথ ধ'রে একজন অনুবাদক-কবি অগ্রসর হতেই পারেন; সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ-কর্ম তার উজ্জ্বল উদাহরণ। আর এই পদ্ধতিতে অনুবাদে ব্রতী হলে অনুবাদ-কর্ম অনুসৃষ্টি হ'য়ে ওঠে স্বাভাবিক-ভাবে। বস্তুত কাব্যিক শব্দকে প্রশ্রয় দিয়ে—শব্দচয়নে কবি-প্রসিদ্ধির পথ ধ'রে অগ্রসর হ'য়েও অনুবাদ সার্থক হতে পারে—ব্যঞ্জনাময় হ'য়ে অনুসৃষ্টিতে রূপান্তরিত হতে পারে। তাই কবিতার অনুবাদ কাব্যিক ভাষায় বা গদ্য-ভঙ্গিমায়, দু'ভাবেই হতে পারে; কাব্যিক ভাষায় বা গদ্য-ভঙ্গিমায়, যে-ভাবে মূল কবিতার অনুবাদ উৎরায় ভালো, সে-ভাবেই অনুবাদ সঙ্গত।

২

'আধুনিক অসমীয়া কবিতা'র এই সংকলনটির পাণ্ডুলিপি (কবিতার সংখ্যা যখন ছিল ১৩৯, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির জন্য সব কবিতা প্রকাশ করা সম্ভব হলো না) গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ডঃ বীরেন্দ্র-নাথ রক্ষিত দেখেছেন। তাঁর নির্দেশে আমি অনূদিত কবিতার কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করেছি,—দুটি কবিতার দুই তিনটি পংক্তির ছন্দগত ঈষৎ ত্রুটিও সংশোধন করেছি। এতৎসত্ত্বেও প্রুফ দেখার সময় কয়েকটি শব্দের অপপ্রয়োগ আমাকে সংশোধন করতে হয়েছে।

গ্রন্থভুক্ত বেশ কিছু কবিতা বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য পত্রিকা 'পৃথিবী', 'স্বাক্ষর', 'পূর্বা' (গৌহাটি), 'উমিয়াম্' (শিলং), 'বোধ' (চিত্তরঞ্জন) এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত কবিতার কাগজ 'ইন্দ্রাণী'তে প্রকাশ পেয়েছে। এ ব্যাপারে কবি-সম্পাদক নির্মল বসাকের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ, তাঁর সম্পাদিত 'ইন্দ্রাণী'র একটি সংখ্যায় তিনি ১১ টি অনুবাদ কবিতা প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে

বলে রাখা অসঙ্গত নয়, শিলঙে থাকাকালে আমার সম্পাদিত কবিতার কাগজ 'ঋতুরঙ্গ'-এর দুইটি সংখ্যায় গ্রন্থভুক্ত বেশ কিছু কবিতা অনুবাদকর্মের সূচনাতেই প্রকাশ পেয়েছিল।

এই সংকলনের কবিতাগুলো ১৯৮৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত অসমীয়া সাহিত্য পত্রিকা বা কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে এবং অনুবাদকর্মটিও সমাপ্ত হয়েছে এই সময়সীমা অনতিক্রম করে।

বিশিষ্ট কবি মহেন্দ্র বরার কবিতা এই সংকলনভুক্ত করতে না পারায় আমি বেদনাহত।

শত্তর ও আশীর দশকের কবিদের নিয়ে এ ধরনের একটি সংকলন করার আন্তরিক ইচ্ছা রইলো। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি ও প্রকাশের অনিশ্চয়তার কথা ভেবেই এতকাল তাঁদের কবিতার অনুবাদে হাত দিইনি।

গ্রন্থ-রচনার সূচনা থেকেই অনেকে খোঁজ খবর নিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন এবং গ্রন্থটির আশু প্রকাশের জন্য আন্তরিক তাগিদও দিয়েছেন। আর এঁদেরই মধ্যেকার দুই ব্যক্তির কাছ থেকে অনূদিত কবিতায় ব্যবহারের উপযুক্ত কয়েকটি শব্দও পেয়েছি।

এই গ্রন্থটি আসামের বিখ্যাত পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক স্বর্গত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য (বাংলায় লেখা গবেষণামূলক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'কামরূপ শাসনাবলী'র লেখক) এবং প্রখ্যাত ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের পুণ্যস্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত। পুন্যশ্লোক এই দুই ব্যক্তি আমার ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি ছিলেন। তাঁদের মহৎ জীবন-চরিত শৈশব থেকেই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে তাই এই গ্রন্থ উৎসর্গ।

এই গ্রন্থের কবি বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে সৈয়দ আব্দুল হালিম প্রমুখ, অনূদিত কবিতা নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাকে তাঁদের মূল্যবান সময় দিয়ে বাধিত করেছেন।

সবশেষে (এ গ্রন্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে) আমার শুভানুধ্যায়ী সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

র. না. ভ.

বিষ্ণুপথ
রুক্মিণী গাঁও
গৌহাটি-২২

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

১ সর্বশ্রী নবকান্ত বরুয়া
২ " নীলমণি ফুকন
৩ " ভবেন বরুয়া
৪ " অশোক শইকীয়া
৫ " সুরেশ্বর গুপ্ত
৬ " পূর্ণেশরঞ্জন দাস
৭ " খনীন্দ্র চন্দ্র দাস
৮ " বিমলেন্দু নাগ
৯ " সুবীর চক্রবর্তী
১০ " নিতাইপদ ভৌমিক
১১ " গহীন গগৈ
১২ " প্রদীপ গগৈ
১৩ শ্রীমতী দিবা দেবী
১৪ " সবিতা ভট্টাচার্য
১৫ " সুমিতা নাথ
১৬ " বিমলা দেবী

———

# আধুনিক
# অসমীয়া কবিতা

হেম বরুয়া

## মমতার চিঠি

If you are coming down through the narrows of the river Kiang
Please let me know beforehand,
And I will come out to meet you

As far as Cho-fu-sa.
**Ezra Pound**

প্রিয়তম,

একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে নিলাম। আজ অনেক দিন পর তোমাকে চিঠি লিখছি। বাইরের দমকা হাওয়া মোমবাতি নিবিয়ে দিতে চাইছে। ···যাক গে, জানালাটা বন্ধ করে দিই। ···
সাত বছর আগের কথা তোমার মনে
পড়ে? আমরা যে তখন নতুন জীবন
শুরু করেছিলাম। ··· সেই অজানা নেশা আমাকে খুব করে
পেয়ে বসেছিল।
সেদিন ছিল কার্তিকের কুয়াশা ছড়ানো কোমল সকাল।
উঠোন আবৃত ছিল ঝরে-পড়া শেফালি ফুলে। আর সন্ধে বেলা,
তোমাদের বাড়িতে প্রথম আসার দিন, আকাশের
মেঘের মোহনা থেকে হলদে রঙের চাঁদ নৌকো হ'য়ে আমাকে যে
ডেকেছিল তারার দেশে। ···

হেম বরুয়া

আমার পরনে লাল শাড়ি দেখে তুমি
কেন অমন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছিলে ?
আমার কীরকম লেগেছিল, জানো ? তুমি যেন কোন দূর
বিদেশের স্বপ্নাতুর আলোর মানুষ। আর আমি ? আমি যেন
ঝরে-পড়া এক শেফালি ফুল।
সেদিন মনের সাগরে ভেঙে-পড়া ঢেউ আর
জেগে-ওঠা ঢেউ অসংখ্য কম্পন তুলেছিল। তোমার বুঝি
ওসব কথা মনে নেই ?
বাবা যে চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ "মা, তুই নতুন
বাড়িতে হেসে খেলে থাকিস।"
ওসব সাত বছর আগের কথা। আমার যে সবকিছুই
পুরানের গল্প মনে হয়। ··· জ্যৈষ্ঠমাসে বাবার
বাৎসরিক হয়ে গেল। বাবুল এখন বড় হয়েছে।
ওর উপর পাটীতে ডালিমদানার মতো ছোটো ছোটো
দাঁত উঠেছে। ও আমাকে ছেড়ে একটুও
থাকতে পারে না। ( এক-এক সময় অমন রাগ হয়,
তুমি না নেই, তাই। )

ও আমার সাদা থানপরা বেশ এরকম বিস্মিত হ'য়ে
দেখে কেন ? জন্ম থেকেই এই বেশ ওর
পরিচিত,—সেজন্য কি ? শোনো, বাবুল এখন বড়
হয়েছে ? ( আরেকটু বড় হলে ইস্কুলে
দেবো। ও ইস্কুলে চলে গেলে
আমার বুকটা খাঁ খাঁ করবে, প্রিয় ! )

আর কি লিখবো। বিশেষ কিছু বলার নেই। প্রতিশ্রুতি দাও, তুমি যেদিন ফিরে আসবে, আমাকে আগে থেকেই জানিয়ে দেবে। আমি ভোগদৈ নদী-দিয়ে ভেসে গিয়ে লুইতের বুক থেকে তোমাকে ডাকবো,—তুমি যেদিন
ফিরে আসবে। আমাকে আগে থেকে জানাতে ভুলো না। ভালোবাসা নিও। ইতি

তোমার
মমতা

পুনঃ এবার মাঘ বিহুর 'মেজি'র আগুন খুব
লাল হয়ে জ্বলেছিল। ··· আমাদের বুড়িমার নতুন ছাগলী
দুটি বাচ্চা দিয়েছে। একটি নিখুঁত সাদা।
অন্যটি চিতল।

অমূল্য বরুয়া

## অন্ধকারের হাহাকার

হেমন্তের ভিজে-ভিজে সন্ধ্যা
পশ্চিমের আকাশ প্রান্তরে
প্রজ্জ্বলিত অস্তমিত আলো
চুমো দেয় কল্লোলিত পৃথিবীর মৌন তমসাকে।
শীতের স্পর্শ পেয়ে
পাতাঝরা গাছ
দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে থেকে পৃথিবীর গায়
আর্তনাদ ক'রে রোজ হা-হতোস্মি সুরে
ব্যক্ত করে অন্তরের গভীর হতাশা।
তাহাদের হতভম্ব জীবনের করুণ ট্র্যাজেডি ;
মৃত্যুর করাল ছায়া নেমে আসবে দুইদিন পরে।

—

পূর্বাশার বিশাল প্রান্তরে
কী যে এক চাঞ্চল্যের মৃদুল স্পন্দন,
জীবন সৃষ্টির এক নতুন উল্লাস।
নীলিম আকাশ
দূর-দূরান্তর জুড়ে ঢালা নীল রঙ্।
মাঝে মাঝে তার
ওখানে সেখানে
একফালি দুইফালি ছেঁড়া-ছেঁড়া কৃষ্ণাভ মেঘের
ছোটো ছোটো চাক।

অদূরে মেঘের পিছে
অন্তরালে থেকে জ্বলে রূপালি জ্যোতির শিখা—
জনহীন প্রান্তরের
দেশহীন, ভূমিহীন
শূন্যের শরীরে
নবমীর নতুন চন্দ্রমা।
পার ভেঙে উপচে-পড়া
হাসি-হাসি জ্যোৎস্নার চল।
পৃথিবীর দেশ হয়
সামান্য উজ্জ্বল।
খালবিল
ঝর্ণা, নদী, নাও
কলুষিত গন্ধে ছেয়ে যায়
মহানগরীর পাশ-দিয়ে প্রবাহিত
ড্রেন আর নর্দমার জল
নিজ রূপ ঢেকে আঁধার আঁচলে
মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়
করে ঝলমল।

অন্তরীক্ষে মহোৎসব—
কেবল চন্দ্রমা নয়,
হাজার হাজার তারা
কোটি কোটি নক্ষত্রের আলোক-গোমুখী ;
সাজিয়ে দীপালি যেন
মহাব্যাপ্ত দিগন্তের
কোঠায় কোঠায়
উঁকি দিয়ে যাচ্ছি আমি
পৃথিবীর মাটির মানুষ
মাটি-দিয়ে যেতে-যেতে
বাস্তবের বিকৃত বিপদ-ঢাকা

আমার এ প্রতিকৃতি
অন্ধকার পথে
নিঃসঙ্গ একাকী ;
শান্তিহীন, শ্রান্তিহীন
মহাসমরের দাবানলে পোড়া
বিশ্বের শ্মশানে
ভয়াল স্পিরিট।
শক্তির কম্পন ওঠে
হৃদয়ের আঁশে আঁশে
বিদ্রোহের অগ্নি জ্বলে চোখের শিখায়,
বিদগ্ধ বিধ্বস্ত স্তূপে প্রতিষ্ঠিত করে
আমার নতুন সৃষ্টি—
প্রতিজ্ঞার অটল বিশ্বাস ;
ভাবের অন্তরে
মুহূর্তেই গুঁড়োগুঁড়ো করে
লক্ষ লক্ষ শতাব্দীর সো কল্ড সভ্যতার বিলাস বৈভব।

মেঘে ঢাকে একবার চাঁদ।
পৃথিবীর হতভাগা, ঝুভুক্ষুদলের
চেপে-রাখা হুলুস্থূল
উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ছাড়ে নাকে লাগে মোর
কলুষিত গন্ধের নব আবিষ্কার !
তাহাদের তর্জন গর্জন
বৃক্ষতলে আঁধারের আড়ে
কোনো মানুষের প্রাসাদের
উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেতে
দানবের হিংস্র তীব্র ক্ষুধা।
ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণ,
নতুন জগৎ নির্মাণের
বিদ্রোহী কল্পনা মিশে যায়
তাহাদের জরাজীর্ণ কায়ার ছায়ায়।

হায়,
দীনহীন উশৃঙ্খল
মানুষের জীবনের তারা এক
নিষ্পেষিত, রুক্ষ, শুষ্ক অনাথের দল !
তারা হাসে
বিকট চিৎকার দিয়ে
আঁধারের শূন্যতায়
তাহাদের দাঁত কিড়মিড়।
তারপর অসম্ভব
ধুলোর জোয়ার তুলে
মুঠো-মুঠো জোয়ারের হোলি খেলে-খেলে
প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা তোলে
'মার্, কাট্, খা'র
ভয়ংকর হুলুস্থুল।

এ সময়ে
জীবনের অতিরিক্ত মমতার অন্ধতায়
চাঁদের আলোক মাখে কলুষ কলঙ্ক।
বের হয় চাঁদ।
স্তব্ধ হয় তারা !!
তাহাদের তমিস্রার
হাসির হুংকার
'মার্, কাট্, খা'র
নৃত্য-প্রহেলিকা
তাহাদের জীবনের অধিকার
তমিস্রার আসুরিক বর্বরতা

নীচতা, দীনতা
প্রেতাত্মার গুপ্ত অভিপ্রায়
তলে পড়ে যায়।
ধরণীর আনন্দের আলোয় যেন বা
মৃত দানবের এক অসার ভুবন।
চাঁদের আলোক
তাহাদের নির্মম নগ্নতা ঢেকে
প্রাণহীন বাস্তবের অন্ধকারে রচে
সৌন্দর্যের মরীচিকা ঝলমল সুন্দর স্বপন।
আর আমি?
বাস্তবের রহস্যের আত্মবিস্মরণে পড়ে
দেখি রোজ
তাহাদের কালো কালো কলুষ জীবন
তাহাদের আঁধারের হাহাকার
আর
জ্যোৎস্নার পরিহাস। □

বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

## তুমি

তোমার অধরে থেকে গেল
আমার যৌবন,
ফেলে-আসা কাল শুকনো করবী
দুহাতে কুড়িয়ে নিলো।

ঝুলকালির মতো কালো অন্ধকারে
খুঁজেছিলাম
হিম শীতল শুভ্র চাঁদের মতো
তোমার অন্তর,
দূরান্তের পাহাড়ের মতো ঠোঁট
পাইন পাতার ঘন ঝোপ।

সেই দুরন্ত ঝর্ণা এখন
সাগরে মিলেছে,
সময় হলো গভীর দীর্ঘশ্বাস
হৃদয়ে সঞ্চিত সোনার মতো
তোমার মুখ
এখন ধ্রুবতারা।

পূর্ণিমার এক গাছের ছায়ায়
উচ্চৈশ্রবার চরণপাত,
ঘাসে লেগে আছে চরণে পিষ্ট
একটি পারিজাত।

গেয়ে-যাওয়া গানের পরিচিত সুর
হঠাৎ উঠলো বেজে।

## সমরখন্দ

শান্ত উপবনে ঢুকলাম
কেবল সবুজ ঘাস
কেবল হাসি
কেবল উদার আলিঙ্গন।
তার মাঝে-মাঝে শুনলাম
কবর-খানার
অস্ফুট ক্রন্দন।

## বণিক

ঘর থেকে অনেক দূরে
বিশাল নদীর ঘাটে
নিঃস্ব বনিক আমি, দাঁড়িয়ে রয়েছি
একটু-আধটু দেখা
সেই নৌকার পানে চেয়ে।

## ঘর

আমি যে ঘরটিতে থাকি
প্রাচীন ঘর, রুদ্ধ ঘরটির দ্বার
অন্ধকার

জানালা খুলে দেখি
বিরাট নদী
নদীটির স্রোত গ্রাস করে ঘর। □

মহিম বরা

## শিলাবৃষ্টির পর উষায়

তবুও উষার কোল ভরে ওঠে অগনন
কৌতূহলী স্বরে,
লেজ তুলে সুর ধরে দোয়েল পাখিটি,
নগরীর কলিজায় প্রাণের স্পন্দন তোলে
বিচিত্র ফরিঙে,
আবার জীবন চলে জীবিকার খোঁজে
ঝাড়ু ঝাঁটা হাতে।

বেত বেনাবনের আড়ালে বেজি
সন্তর্পণে পথ চলে মাথা তুলে তুলে
বাঁশের খোল ঠুঁকে কাঠ বেড়ালী
মাঝে মাঝে ভাবে ভবিষৎঃ
কাল রাতে ঝরে গেছে সুপারীর ফুল
শিলাবৃষ্টিপাতে।

চিড়-চিড় নতুন পাতার ফাঁক-দিয়ে
ছুঁড়ে ফেলে বেদনার শেষ হতাশ্বাস,
গা ঝেড়ে জীবন দাঁড়ায় আবার
আড়মোড়া দিয়ে ;
ফিঙে পাখি ডেকে যায়
'মরিনি আমরা'।

## মাছ

সোনালি রূপালি নীল বেগুনী রঙের মাছ
উজ্জ্বল হীরার ছটা অযুত অর্বুদ মাছ
কামনা রঙিন
সাগর দু'ভাগ করা গতি ক্ষুরধার,
হে দুর্বার !
উড়ন্ত লেজেতে ঢেকে সাগরেরো বিরাট বিস্তার
পর্বতের চূড়াছোঁয়া ঢেউ তুচ্ছ ক'রে
দুই চোখে আদিগন্ত স্বপ্নের উজান
হে চিরন্তন, কামনা রঙিন
সৃষ্টির প্রথম সন্তান !

সোনালি রূপালি নীল বেগুনী রঙের মাছ
জন্মে লাল, রঙে লাল
অজস্র মৃত্যুর ঃ
চাঁই, পলো, ঢেউর, ঘুনীতে,
বেড়জাল, খেপলায়, ঘিলাধারী জলে
তথাপি অমর।
হে মাছ, হে চিরন্তন মাছ !

## ভরলী পারের বিকেল

ভরলীতে পেতে রাখা বেড়জালে
সূর্য ডিগবাজি খেয়ে
আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছিল।

এক ঝাঁক পুঁটি মাছ
আমাদের কাছে পেয়ে
তারাবাতির মতো লাফিয়ে উঠেছিল।

সফরী চোখের বাঁকা দৃষ্টিতে
আমাদের দিকে ফিরে-ফিরে চেয়ে
ভরলী বয়ে যাচ্ছিলো।

কাদা-খোঁচার লেজে
সময় কাঁপছিল
সেকেণ্ডের কাঁটার মতো।

সেই দিগন্ত-জোড়া বিকেলের বুকে
আমরা হারিয়ে গেলাম।
আমি আর তুমি
যখন দুজন দুজনকে খুঁজে পেলাম
আমি হ'য়ে গেলাম তুমি আর তুমি হ'য়ে গেলে নদী।
আমরা কাঁপছিলাম কাদা-খোঁচার লেজে পা রেখে।

## রাঙা-ফরিঙ

হঠাৎ ছ্যাৎ করে বুক তীব্র বেদনায়
ওখানেই থেকে গেল নাকি সেদিনের
আরো একটি জিইয়ে-রাখা মাছ ?

সেই স্বপ্ন জ্বলেছিল নাকি
আকসিতে নাগাল না-পাওয়া
সিঁদুরে আমের থোকায় ?

কাওনের ডালে বসে জৈষ্ঠের দুপুর
শিস দিয়ে সুর তোলে 'ঝিঁয়াও ঝিয়াঁও',
জোড়ডালে বসে থেকে ব্রহ্মদত্যি এক
সাথে সাথে তাল ধরে অবলীলা ক্রমে ?

সেই স্বপ্ন জ্বলে উঠলো বুঝি
কলঙের নিরিবিলি ঘাটে,
ফড়িঙ-পাখায় তোলা
ফাতনার কাঁপনে ?

ওপারের দ্রোণের নির্মম শুভ্রতা
মরিচ-পোকার মতো ঢুকে গেল চোখে,
নাকে চাবুক মারে দূরের বাতাস—
কোনখানে কুমারীর গায়ে-হলুদ !

হঠাৎ ছলাৎ করে বুক প্রগাঢ় ব্যথায়
ওখানেই থেকে গেল নাকি সেদিনের
আরো একটি জিইয়ে-রাখা মাছ ?

হয়তো নেমেছে সন্ধ্যা দূরের দিগন্তে
দ্বিধায় দ্বিধায়,
রঞ্জিত ফড়িঙ আজো আন্দোলিত করে
হৃদয়-ফাতনা,
সে-ও উড়ে যাবে নাকি ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়
সেই সন্ধ্যা বেলা ?

নবকান্ত বরুয়া

## অন্ধকার রাতের এলিজি

এখানে মানুষ নেই।
একা আমি অন্ধকার পথে
নিজেকে পাই না খুঁজে।
··· আমি কোন অতীতের অশরীরী অনুভূতি
আগামীর স্বপ্নেই অস্থির

কালের লাগাম ছিঁড়ে উড়ে চলে জিপসী কল্পনা ···
আমাকে যে বলতে চায় চিন্তার বিলাস
হারানো দিনের এক গোপন কাহিনী ঃ
আমরা নাকি ফিরে-ফিরে আসি
যুগে যুগে রূপে রূপে
ঋতুবদলের সেতু ধ'রে ;
পৃথিবীর আঁশে আঁশে
পাকে পাকে বিজড়িত
আমাদের স্থিতির শিকড়—

এই রাত, অন্ধকারে,
সেই মহারহস্যের আমি নাকি প্রকাশ প্রতিভূ ;
সাবিত্রী পৃথিবী এই আমাদের ঘনিষ্ঠ স্বজন।

মেনে নিতে পারিনি কখনো।
আমরা শুধু হারালাম পৃথিবীর পথে পথে
আমাদের অঙ্গে নেই তার অঙ্গীকার
সময়ের পদধ্বনি স্নায়ুতে স্নায়ুতে
অবিরাম শুনেছি আমরা
সময়ের বুক ছিঁড়ে-ছিঁড়ে মোদের আত্মার ধ্বনি
শব্দায়িত মৃত্যুর ঘড়িতে—

বুঝিনি কিছুই
…বুঝবার আছে নাকি কিছু ?
হয়নি নিজকে কেনা নিজের দামেই।

দোকানের আয়নায়…সে কি আমি ?
ভীষণ সুন্দর লাগলো নিজেকে আমার
দুই চোখে শেলির আগুন
…( যাযাবর মানুষের পরিচয় হলো
নিজের স্বপ্নের সঙ্গে…সৃষ্টির স্বপ্নের )

হাসলো আয়না।
( এই হাসি দেখিনি তো আগে )

….এক মুহূর্তের জন্য বর্তমান স্থির হ'য়ে যায়
স্নায়ুতে স্নায়ুতে বাজে
কত মৃত শতাব্দীর
কঙ্কালের
হাড়ের
কড়্‌ড়ত

বহু মৃত শতাব্দীর দেহ
উঠে আসে
কালের কবর থেকে
ভিড়ের ভিতরে আমি ডুবে গেছি···
ভেঙে-চুরে শেষ হয়ে গেছি—
আমি নেই।
আমি আর নেই।
আবার হাসলো আয়না।
এবার বুঝলাম ; আমাকে বললে ও ঃ
"তুমি আছো, তা-ই তুমি সবচেয়ে বেশি ভাবো
আমার হাসিটি তাই তুমিই দেখেছ

"যাও—চলে যাও
জটিল তর্কের মতো পথে
সেই পথে যাও—চলে যাও
ক'রো নাকো ভিড়।
অনেকের জন্য আছে
আমার তো পাণ্ডুলিপি অনেক হাসির

"তুমি যাও···
না হলে আমার হাসি ওরা তো পড়বে না
পৃথিবীর পথে পথে
তোমার পরেও এসে
চলে যাবে যে-সব মানুষ।

"তুমি যাও চলে যাও
তোমার পুতুল হ'য়ে ওরা কি সাজাতে পারে
জীবনের যাদুঘর
তুমি যাও···তুমি যাও···যাও তুমি"

চ'লে আসি
আয়নায় চোখ রাখি সাহস হলো না।
"চলে যাও"
গীর্জার ঘড়িটি বললে ঃ রাত এগারোটা।

সারাংশঃ

মৃত্যুর যন্ত্রনা জ্বলে আমাদের শিরায় শিরায়
আমাদের আগে আর আমাদের পরে
পৃথিবীর পথে পথে যে-সব মানুষ
খুঁজেছিল, খুঁজে যাবে অর্থ জীবনের
তাহাদেরও মৃত্যুর বেদনা।

## সাঁওতালী নাচ

মাটির বুকের শিশু
পাহাড়ের হাড়ের ঝিয়ারী
কোনখানে সাগরের স্বপ্ন দেখিস ?
দেখেছি দেখেছি সই
খোঁপায় কেতকী ফুল
কালো পাথরের গড়া সাঁওতালী তরুণী
কোনখানে সাগরের স্বপ্ন দেখিস ?

সুরের মায়ায় কাঁপে নিথর সাগর
নাই ঝড় ঝঞ্ঝার দেওধনি-নাচ
সাগরের ঢেউগুলো হয়েছে কোমল

তোর দেহ-সুষমার সুরভি পরশে,
তোর দেহ-সুষমার সুরভি পরশে
মাটির বুকেই জাগে সাগরের ঢেউ,
অদেখা সাগর, তার
স্বপ্নের ঢেউ

সাগরের ঢেউয়ে বুঝি অমন লাবনি ?

## পলি

পলাশের লাল নিবে গেল আজ। শাল ও ছাতিম বনে
মানের দিনের অতীত স্মৃতি বৈশাখী ঝঞ্ঝার।
হাজার স্বপ্ন ঝরে পড়ে গেল কে গোনে সংখ্যা তার
কলং কপিলী দিজুর পারেতে ঠাকুরদাদার হাড়।
বুড়ো ঠাকুমার বুকজুড়ে ফোটে বনরসুনের ফুল।

মেঘ কি বলেছে : দাও, আরো দাও, নিঃশেষ করে দাও ;
পথের দুধারে গাছপালা রুয়ে হাইস্কুল দাও খুলে
পথিক প্রিয় যে পথেই রয়েছে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ো
চাল-চুয়া জলে ভাসিয়ে নিক না মরা মাকড়ের খোল
হৃদয়ের পলি রসালো করুক কলঙের দুই কূল।

মোদের নাতির নতুন জমির লাঙলের ফালে
জাগবো আমরা। পড়ে নেবে তারা আমাদের জীবাশ্মে
জাতিস্মরের হাসির কাহিনী। স্বপ্ন অন্ধ আমরা
যে গলিতে থাকি নয়ানজুলিতে, তাদের আগামী দিন ?

## স্বনিমন্ত্রিত

না-না, বন্ধু, সত্যি আছে
ছোটো এক প্রশান্তির দ্বীপ—যেখানে বসন্ত পরে
তোমার প্রেয়সী প্রত্যহ অপেক্ষা করে,
আমাদের নিশ্বাস যে—অমৃত বিষাক্ত করেনি তার
স্বাদ এনে দিতে।

জানি আমি, আছে বন্ধু, আছে
মনোধী ঘুলিয়ে তোলা লুইতের
কোনোখানে আত্মার মাজুলী আছে
তোমার প্রেমের—যেইখানে তোমার প্রিয়ার জানুতল
মিশে থাকে সরিষার ফুলে আর কুসুমোষ্ণ
রোদের আমেজে। ঝালঝাল গন্ধভরা
নয়নের জল যেখানে দেখায় রোজ সভ্যতার পথ
সার্কাসের ব্যর্থকাম জোকারের মতো ……

তুমি যদি সহ্য করো
আমার নরক থেকে একদিন ছুটি নিয়ে
তোমার অতিথি হ'য়ে কিছুক্ষণ থাকবো আমিও
… অন্তত দুপুর এক … ঘুঘুডাকা বৈশাখের
নিস্তব্ধ দুপুর। পারলে কাঁদবো।
আর ফিরে এসে ……
ফিরে এসে …… ??

ফিরে যে আসব হায়!

## মনে কি পড়ে না অরুন্ধতী

বর্ষার রাত কবিকে তোমার মনে কি পড়ে না
অরুন্ধতী,
আধো-তেজা আলো ভুলিয়ে দেওয়া
তোমার খোপার 'আবেলি-আবেলি' গন্ধ
মনে কি পড়ে না
অরুন্ধতী ?

জ্যোৎস্নায় মেঘে, হর্ষে বিষাদে, না-বোঝা কবিতা
আমাদের ঘিরে ভাঙা স্বপ্নের অতনু বাধা
মনে কি পড়ে না
অরুন্ধতী ?

মনে কি পড়ে না অরুন্ধতী,
দুর্বার বনে মুক্তার মণি
চুলের মেঘেতে মিহি আঙুলের অনেক চাঁদ,
( সাগর ছিল না জোয়ার জাগার ! )
বরফের মতো শীতল ছুঁয়েও
অপার অপার শান্তি !
অরুন্ধতী !

অরুন্ধতী,
অনেক আকাশ পার হ'য়ে আসা

ঝড়ের পাখির এক লহমার নীড় ;
অনেক স্বপ্ন পার হ'য়ে আসা
প্রথম ঘুমের ভিড়ের ভিতরে
একটি মাত্র জাগর রাত—
মনে কি পড়ে না
অরুন্ধতী ?

বর্ষার রাত মনে কি পড়ে না
অরুন্ধতী ?

## সম্রাট
( অংশ )

আমি জানি আমি ক্লীব।
যদিও প্রাণের কীট আজ অঙ্কুরিত
রমণীর ফলদা গর্ভে। আমি জানি আমি ক্লীব,
যদিও শক্তির স্ফূর্তি সহস্র হস্তীর, তথাপি সে
অন্ধ শক্তি, বিলম্বে ন্যায়ের দণ্ড প্রাপ্ত যেন
ভ্রান্ত এক চোর।

আমি জানি আমি ক্লীব। কারণ ন্যায়ের সূত্র প্রতিশাখ্য।
অভিজ্ঞতা ভিত্তি শুধু ; কল্পনার উন্মুক্ত পবন
তোলে না তরঙ্গ এতে পৌরুষের—নারীত্বের।
আমি জানি আমি ক্লীব। যেহেতু অপরিমেয়
শক্তি নির্বিকারে সহ্য করে যেতে
সাধারণ মানবিক ভ্রান্তির আঘাত।

আমি ক্লীব কল্পনাবিহীন অভিজ্ঞতা,
আর তার
অমোঘ নিবিড় অন্ধকার।
*  *  *

বসন্তের হলো শেষ। পলাশের জোড়ডালে
শেষ হলো শালিকের চটুল কাকলি।
শালের সুবাসরিক্ত বাতাসে বাতাসে স্বেদের ইঙ্গিত।
দিনের ঘর্মাক্ত চিন্তা শীতল করেছে সন্ধ্যা।
চুপি-চুপি প্রবাহিত পুবালি বাতাস
বর্ষার সংকেত নিয়ে। আমি ভাবি, আমি-ই সম্রাট,
যদিও আমার রাজ্য নির্বিকার মানচিত্র
বিধবার সীমন্তে অঙ্কিত। আমার সেনানী
প্রান্তরের পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে জন্মে-ওঠা
দীর্ঘ ঘাস। আমি পিতা,
যদিও আমার পুত্র অকস্মাৎ চোখে এসে উড়ে-পড়া
চিতার স্ফুলিঙ্গ।
একবিন্দু অশ্রুকণা ঝরতে গিয়ে
থেমে যায়, হে সঞ্জয়,
রক্তস্রোতে এনে দেয় বিষাক্ত মদের প্রতিক্রিয়া
—নীরন্ধ্র নয়নে নেই আলোকের পথ!

তবুও সম্রাট আমি, পিতা আমি।
যদিওবা ক্লীব আমি, হতাশ্বাস আত্মকীর্তি ধ্বংসের দর্শক;
সম্রাটের সিংহাসন শোভাকরা নির্বিকার অলংকার
পিতৃত্বের হাজার ভ্রান্তির। পিতৃত্বের আশীর্বাদ
সম্রাটের অভিজ্ঞান-যুক্ত এক দানপত্র কেন যে হলো না?

পিতার উৎকণ্ঠা আর মোহ উদ্বেগেই আমি
শুক্রনীতি রচেছি নির্ভয়ে। সাম্রাজ্যের চক্রজাল
অন্যভাবে পিতৃত্বকে করেছে বঞ্চনা।
প্রজার হইনি পিতা, পিতা আমি সন্তানের—
সম্রাটের সিংহাসনে বসে।

## এইখানে নদী ছিল

দেখেছি নদীর ঢলে প্রান্তর ধর্ষিত হতে,
পলিতে কবর দিতে গর্ভবতী শস্যের সন্তান,
শুনেছি সিন্ধুর বাণে নিমেষে নগর
আত্মসাৎ ক'রে
রেখে-যাওয়া শ্মশানের প্রশান্তির গান।

উদগ্র ধ্বংশের রাগ, লোভের জটিল দুঃসাহস
ছলনার জীবন্ত রঙ্গ, পাপের কুৎসিত অভিসার—
আমাকে সুষমা তার রচে দিল স্বপ্নজাল,
কারণ, আমি যে দিই দুঃস্বপ্নকে স্বপ্নের মর্যাদা,
বন্দী সূর্যকণা
এসেছিল ভেঙে, ছিঁড়ে পৃথিবীর কঠিন জরায়ু।

এইভাবে মরুভূমি আসে,
ধীরে ধীরে মাসে মাসে বছরে বছরে
বটের খোড়লে ঝরে রাম্না আগে-ভাগে
গোপন রোগের মতো ধীরে ধীরে মুছে নেয়
প্রাণের সমূহ রঙ,. সবুজ সোনালি
এঁকে দেয় তামাটে আকাশ আর
গাঢ় ছাই-রঙের পৃথিবী।

নদীকে ঝর্ণা করে ঝর্ণাকে পাথর করে
বালুর মন্দির দিয়ে গড়ে তোলে গাছ লতা ফুলের সমাধি,
ছায়া-ছায়া প্রজাপতি বালির অঞ্চলে উড়ে,
জলের জন্য ঘু'রে
কোনখানে হয় পথহারা।
মরুভূমি এইভাবে আসে,
ধীরে ধীরে মাসে মাসে বছরে বছরে। ...

দূরান্তের সেই নীল গাঁয়
এবার অঘ্রাণ এলো আশ্বিনেই?
বৈশাখের বন্যা বুঝি এবার আসবে না?
উজানের সাদা মাছে রূপালি হবে না ঝর্ণা?
আষাঢ়ের কালো মেঘ থেকে যাবে ওপার পাহাড়ে?
পাহাড় অমন উঁচু! মেঘের চেয়েও উঁচু?
উঁচু নাকি প্রেমের চেয়েও?
বৃষ্টিপাত?
ধানক্ষেতে গজায়নি জোয়ার বাজরা, আমবনে
নত হ'য়ে পড়েনি খেজুর।

কণীমনসার ফুল ফুটবে কেবল, মাঝরাতে তারার আলোকে
রেণু তার শঙ্খচূড় সাপকে বিলাবে। কাঁটা বনে ঢেকে দেবে
দুর্বাদল।
রাতের বাতাস এসে ছড়াবে যে শুকনো বরফ
দিনের আলোক এতে ঢেকে দেবে গলা লোহা কমলা রঙের।
তারপর উটের গলার ছায়া, দীঘল গলার ছায়া,
শুয়ে থাকবে হাড় হ'য়ে সমুদ্রকে পেতে।

এভাবেই শেষ হওয়া .... এ-ই মৃত্যুর রোমান্স ..
এ-যে প্রৌঢ় রমণীর রমণ বিলাস, অনভিজ্ঞ
কিশোরের সাথে। যেখানে
গ্লানির অতৃপ্তি নেই, তৃপ্তির অশান্তি নেই,
ধ্বংশের সৌন্দর্য নেই—কেবল ক্ষয়ের আবিলতা,
অনায়াস গ্রহণের কেবল ক্লীবতা।
বালির বাতাস বুঝি পাহাড়ে ভাস্কর্য গড়ে?
রচে বিভীষিকা।

এতে যে রোমান্স, যদিবা রোমান্স থাকে
হে জীবন,
চাই না আশ্রয় এতে
ক্লান্ত আমি গ'ড়ে-গ'ড়ে নতুন বিগ্রহ।

## লিফ্‌ট

নিথর একটা ইনারশিয়ার ধাক্কা

এভাবে
এভাবেই আমরা নেমে যাই
ওপরে রুগ্ন স্বর্গের বারান্দা
নীচে জীর্ণ জীবিকার ফুটপাত
মধ্যে অনিশ্চয়তার শঙ্কা
আকৃতি-বিহীন একটা—'যদি'
: যদি আমরা থেমে যাই!

এভাবে
এভাবেই আমরা নেমে যাই।

এভাবেই নেমে যাই
ক্লান্তি থেকে শ্রান্তিতে
জাগরণ থেকে সুপ্তিহীনতায়
বিস্মরণ থেকে স্মৃতিহীনতায়

ঠিক এভাবেই

এক যান্ত্রিক সাপের ফোঁস-ফোঁসানিতে
আমরা নেমে যাই
যে-যাওয়াতে নেই গতি,
থেমে যাওয়াতেই যেখানে গতির আরম্ভ
এভাবে, এভাবেই।

ওপরে রুগ্ন স্বর্গের বারান্দা
নীচে জীবিকার জীর্ণ ফুটপাত
মধ্যে আকৃতি-বিহীন একটা বিরাট 'যদি'!

এভাবে
এভাবেই আমরা নেমে যাই।

## ইতিহাস

প্রথমে একদিন আশ্চর্য হলো প্রথম মানুষটি ঃ
পূর্বাশার এই বিরাট কাণ্ডকারখানা-ই বা কি ?
রাতের আকাশ থেকে অতগুলো চোখ
ইঙ্গিতে ওদের কোথায় ডাকছে ?
সৃষ্টি হলো উপনিষদের কবির প্রার্থনামন্ত্র ঃ
হে পূষণ,
তোমার হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন
উন্মুক্ত করো সেই আবরণ।

আবার একদিন নতুন করে আশ্চর্য হলেন রবীন্দ্রনাথ
সেই প্রথম মানুষটির মতো,
উত্তর না-পাওয়ার দুঃখও রাঙিয়ে দিল
জীবন .....

আমরা যে আশ্চর্য হতে ভুলে গেলাম
ঈশ্বর
শুধু একবার
আমাদেরও আশ্চর্য করে দাও, ঈশ্বর।

## শরণীয়ায় সন্ধ্যা

এক-ফালি আকাশের সোনা
ঝরে পড়ে থেমে গেলো ঘাসে,
দুটি ঝিলমিল জোনাকীর
শব্দহীন নূপুর চরণে।
ইঞ্জিনের তন্দ্রালু তালে
মনে মনে তাল গুনে-গুনে
সন্ধ্যা এসে রেলপথ-দিয়ে
পাহাড়ের ওপারে লুকোয়। □

কেশব মহন্ত

## খেদ

ডেকেছিলাম কার্তিকের পূর্ণিমায় ঃ

মাটিতে ভেঙে পড়ে আকাশ
আকাশে হারিয়ে যায় মাটি
ঘর-ছাড়া রাত্রি ঃ

বাহিরে ঘাসে ঘাসে ঢেউ
তোমার ঠোঁটে মধু ঃ
চাঁদমুখো সুপারী গাছের পাতা।

আর তোমার চোখ,
আর আমার চোখ
তোমার বুকে আমার চোখ।

এলে অমাবস্যায় ঃ

পোড়ো-বাড়ির রাত্রি।
আকাশে আকাশ,
মাটিতে মাটি।

এখন দেখতে পাবে ভেতরের সবকিছু।

## যাহারা থাকো হে নদীর শান্ত পারে

যাহারা থাকো হে বাঁক থেকে দূরে
নদীর শান্ত পারে

সদিয়া অবদি উজিয়ে যেয়ো।
সবুজ পাতায় নুন বেঁধে নিয়ো। অবশ্য নিয়ো বেঁধে।
স্বপ্ন বেঁধো না ঘাটে ঃ
পাখা-গজানো ফুলকুমারের ঘোড়া

তোমাদের আছে কি
চোখ
ঘোড়ার পাখায়। অথবা
ঘোড়া
চোখের পাতায় □

হরি বরকাকতি

## বলাকা

With the voices singing in our ears, saying
That this was all folly.

**T. S. Eliot.**

যেইখানে স্বপ্ন নামে সন্ধ্যা হয়ে, সে দূরের বাণী
জীবনের পথে যদি অভিশাপ আনে
তার কথা ভুলে যেয়ো। যাযাবর গান।

জীবনের জলছবি যাওয়াকেই সত্য ব'লে কয়।
ঠিক, বন্ধু ঠিক। মাটি আর সুহৃদ্ প্রান্তর
একবার ঢেউ তুলে ফিরে যায় যেই পথে আসে।
দুর্বাসার অভিশাপ হরণ করেছে দেখো, স্বর্গের আলোক,
ঝরা শেফালির বুক গন্ধহারা ঃ লক্ষ্মীছাড়া জীবনের পথ
ঘোড়ার ক্ষুরের দাগে দারুণ বন্ধুর।

স্বর্ণলতা তুমি এলে অভিশাপ নেই,
স্বর্ণলতা তুমি গেলে কলঙ্কের মৌনজাল নেই।
তুমি যাবে, তুমি এসে ফিরে যাবে
আমার চোখের তারা জ্বেলে দিয়ে
পথটি দেখাবো, লক্ষ্মীছাড়া জীবনের পথ
ঘোড়ার ক্ষুরের দাগে দারুণ বন্ধুর।

কম্পমান একটি-দুটি পাতা অশ্বত্থের সাড়া পাবে
আষাঢ়ের আকাশেতে স্বপ্ন এঁকে দিতে।
চূর্ণ-চূর্ণ সুরাপাত্রে একটি-দুটি মণিমুক্তা
সাক্ষী রবে, স্বপন-ভাণ্ডার।

## অনুর্বরা

যাযাবর পাষাণের
সংঘর্ষে জন্ম-নেয়া, স্ফুলিঙ্গে একদা
জ্যামিতি-বিন্দুতে জীবনের জীবন্ত সূচনা।
তুমি জাগরিত হলে।
অবচেতনার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে
পাহাড়ী সাপের কিল্‌বিল্‌ নৃত্য দেখে
তুমি ভুলে গেলে,
রেখাচিত্র পৃথিবীর তির্যক নয়নে
বিজুলীর তীক্ষ্ণ রেখা দেখে, ইতিহাস শুরু—
জীবিত থাকার আর
জীবিত রাখার। ...
অনুর্বর জীবনের বাঁধুনির ফাঁকে-ফাঁকে
হঠাৎ ঝলমল করে
সে কি প্রাণ? নাকি টিকটিকির লেজে নৃত্যরত প্রাণের নিখুঁত অভিনয়।

স্বর্ণলতা তুমি
জীবনের সরাইখানায় রেখে দিলে
একভাণ্ড সুরা। সরীসৃপ কামনার ম্লান অগ্রদূত ; বিবর্ণ বাতাস।
দুরন্ত দুপুর জুড়ে সময়ের দুই চোখে অফুরান
অগ্নিকণা জ্বলে। জট-পাকায় পুতুলের দড়ি ;
বন্ধ্যা এ সন্ধ্যার জন্য বৃথাই তোমার আয়োজন।
অপেক্ষার অবসাদে ভেঙে-যাওয়া কাঁচা ঘুম থেকে
কেবল শুনেছ তুমি দূরগামী জাহাজের স্বর।
দেখেছ, বুঝেছ নাকি কামনার দেয়ালেই বন্দী তুমি
'মাছপাতি' ফুল ? বন্ধ দ্বার, লুপ্ত অভিজ্ঞান,
দিনান্তের একবুক পলির ভিতর।

□

অজিৎ বরুয়া

## মন-কুয়াশা সময়

কার্তিক মাসের এক ধোঁয়া-সকাল
কুয়াশা গলে ভাসে
এই সকাল যেন অতীত জীবন
( এক বছর বয়সের )
পুণর্স্থাপন
করে উঠলাম। কারণ
গত বছর এরকম সকালেই
উঠেছিলাম নতুন হাই তুলে।
থাকা-না-থাকা এক পলকের সাঁকোয়
সময় বন্ধ হয়ে যায়। (?).....

জল পড়ে পাতা নড়ে .....
বুকে খামচা মেরে ধরেছিল
কামরূপের ম্যাপ না নেবার ভয়।
আরো সংক্ষেপে,

সেই নীরব সন্ধ্যার প্রান্তরে একাকী দাঁড়িয়ে-থাকা
চারদিকে প্রান্তর আর প্রান্তর
বুকে খামচা
দূরের গ্রাম থেকে
গুন্‌গুন্‌ করে ধোঁয়া—
উড়ে ছিল।

## জেংরাই ১৯৬৩

অন্ধকার হবার একটু আগে
আমরা সুবণশিরিতে পড়লাম। আর
সুবণশিরির এক বালতি জলে আমাদের নৌকোর গলুই ধুয়ে দিলাম।
আমরা অন্ধ বিশ্বাসী
কেবল,
আমাদের অন্ধ বিশ্বাস যদি নীরন্ধ্র অন্ধ হ'ত!

রাত হলে সুবণশিরির চরে আমরা নৌকা ভিড়ালাম
চরের উপদেবতা আমাদের রক্ষা করবেন?
... ... ... ... ... ...
উপরে তারা
আমাদের মোষের গলার ঘণ্টায় ব্রহ্মাণ্ড সঙ্গীত বাজে
আর এই—এই নাকি সেই বাঘের
গন্ধে ছড়িয়ে-পড়া
মোষের দলের ঘণ্টার আর্তনাদ?

ঘূর্ণিজলের শব্দের গন্ধ তারা ফোটার গন্ধ
ঘূর্ণিজল ফোটার গন্ধ টাকার শব্দের গন্ধ !!!

নৌকোর গলুইয়ে শুয়ে
তারা আর কাদা একসাথে দেখছি!
বাঘের গর্জন মোষের ঘণ্টা জলকন্যার গান
একই সঙ্গে বাজে সুরেলা বেসুরোভাবে !!

দুপুর রাতে
দৃষ্টির সীমার শেষে
না কি চোখের মণির ভিতরে
দুমুঠো আগুন আসা-যাওয়া করে—নিরন্তর
আলেয়ার আগুন—যমের দুয়ারে পাহারাদার
না হলে, যবনিকা-পাত
তাই বোধ হলো, আমার মুখাগ্নির আগুন

"ভাতৃ অনল— এহি ক্ষণে হইবা করুণাময়"

"কী যে আগুনে পোড়া চোখ"

"ভেবে দেখলে লিলিমা এ জীবনে কিছু নেই"

ভোর হলে আমরা নৌকো ছেড়ে দিলাম। আর
( আমার হঠাৎ বলেই মনে হল )
দুটি গাঙচিল
কুয়াশার ভিতরে ঘুরতে লাগলো।

## হঠাৎ নিঃসঙ্গ এক দমকা হাওয়া

হঠাৎ নিঃসঙ্গ এক দমকা হাওয়া
বাড়ির উপর-দিয়ে বয়ে গেল
সে বোধ হয় বাঁশের পাতাগুলো নাড়িয়ে গেল ?

সে যেতে থাকবে—
পুকুরের জলপোকার ঝাঁক ভেঙে-ভেঙে
সেই খালের কচুরীপানা ছড়িয়ে—
দুই উনানের মধ্যেকার বাঁশের আওরা
আর আধ-পোড়াদের উপর-দিয়ে।
পারে দুটি হিজল গাছের ডাল মিলেছে
তার নীচ দিয়ে
হাওয়া আর শব্দগুলো বাড়িতে যাবে
হাওয়া
বাড়িতে যাবে।

## একজোড়া তামার কুশি

যেদিন-ই খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠি
সেদিন-ই বুকের ভিতরটা কিসে যেন কুরে
ধীরে ধীরে, কষ্ট পাই-নাপাই করে—
আজকেই বোধ হয় আবার ঘটবে সেই ঘটনা
যা কোনোদিনই ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না।
আজকেই বোধ হয় আবার দেখবো
আমার পূর্বজন্মের প্রথমা প্রিয়ার
হঠাৎ চশমা খোলা;
স্ফুলিঙ্গ চোখ হঠাৎ নিষ্প্রাণ—
নিষ্প্রাণ শালিক-রঙের চোখ।
(ভয় নেই, ও কখনো কাঁদতে পারে না।)

কিন্তু এখন
মাঝে-মাঝে শুধুই সন্দেহ হয়
বোধ হয় ও কাঁদতে পেরেছিল ?
আর সেদিন
হীরার মতো সংযমে
শুধুই উদ্ধত ছিল।

## অবন্তী নগর

অবন্তী নগরে
আমি জলের তল-দিয়ে হেঁটেছিলাম।
ধীরে ধীরে।
ভ্রমরের গুঞ্জরনে মুখর জলের তল
মন্থর আমার আসা-যাওয়া
আমার হৃৎপিণ্ড চেপসা ঢোলের মতো

আর

ধীরে ধীরে বাজে।
সাগরতলে সুর শুনেছ কি—
সাগরতলের রাগ আশাবরী ?
সমস্ত দেহ দিয়ে সেখানে সুর শোনা যায়
বারি-ঘন অপার্থিব সুর।
সাগরতলের ফুলের সাথে
কথা বলেছ কি

বিবেকবাণীতে বহু বিভ্রমের কথা
নিজেকে জানাবার মতো অনুচ্ছ স্বরে ?
সেখানে কিছু-কিছু ব্রোঞ্জর 'ঢেকিয়া'
সোনার শামুখ ধীরে ধীরে আড়-চোখে চলে যায়

সেখানে

রাজকন্যার দাঁতে পানের দাগ
তার উঁচুতে নিচুতে
শামুখের মতো হাঁটে আমার হৃদয় সন্ধ্যায় .....
না, সেখানে সন্ধ্যা নেই
সেখানে কোনো সন্ধ্যা নেই
সেখানে কোনো প্রভাত নেই
আছে আলোকভেদ্য অস্বচ্ছতা
সেখানে কোনো সময় নেই—তাকে রাখা হয়েছে সময়ের বাইরে।
সেখানে আছে প্রেম

অথবা,

প্রেমের অনেক-অনেক রকম ভ্রম
প্রবঞ্চনা, অবসাদ
আর কার্য-কারণ কারণ-কার্য
দ্বন্দ্ব।

## মনদেয়া নদী

মনদেয়া নদীর দখিন পারে যে-অরণ্য
তারই কাছে আমাদের গোবিন্দ ভোগের ক্ষেত
সর্ষের ফুল, হলদে রঙের তারা
পাঠক, যে আপনাকে ভালোবাসল বলে
আপনি ভুল করে ভাবলেন সে আর সেখানে নেই।

অনেক সেখানে রজনীগন্ধা, কাগজের ফুল, হলদে মোমের বাতি
কিছু-কিছু ভ্রম, কিছু-কিছু ভয়, মাকড়ের জালে ধূলি
অবন্তী নগর সে যে
পীচ গলা আর কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার গন্ধে ছাওয়া
পাঠক, যাকে আপনি ভালোবাসলেন
না বলে ভুল করে ভাবলেন
সে আর সেখানে নেই।

## সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়া

সব কিছু যে শেষ হয়ে যায় এই দুঃখের কথা
প্রেমিক ঠাকুরদাদা (দাদা)র কা কা কা ( কে ধরে )
গতবার মনালি গাছের তলায়
গোপন সাধনা।

ফিস্-ফিস্ করে ভাগ করে খাওয়া
ঝাড়াজল
ওম্ মণিপদ্মে হুম্
ফ্রীত, ফ্রৌত, ফ্রুত, হ্রীং, শ্রীং, পিং পং
তুমি এখন বাটিটা নাও
"আমি তোমাকে ভালোবাসি"
আমাকে এখন বাটিটা দাও

"তোমাকে না পেলে গলায় দড়ি দেবো"
এ জীবনের গোপন সাধনা করি-না-করি করে করো
সেজন্যই পত্রপুট মন্ত্রপূত করে ধরো
এবার আবার ধরো দেখি। □

হোমেন বরগোহাঞি

## স্মৃতি

হঠাৎ নীরব হয় পরিচিত পাখির ক্রন্দন,
পাকা ফল ঝরে পড়ে অমন নীরবে
গাছ তার খবর রাখে না ;
প্রান্তর নির্জন হয় সাপের আঁধার পেটে।

মৌন এই মৃত্যু-লীলা প্রকৃতির প্রাচীন নিয়ম,
কেবল আমি-ই তার কঠিন উদ্ধত ব্যতিক্রম।
মৃত্যুর অমোঘ হাত স্পর্শ করে আমাকে যখন,
ক্রুদ্ধ এক প্রতিবাদে ফেটে পড়ে আমার হৃদয়
বার বার ফিরে দেখি, কি এক রক্তাক্ত হাহাকার
দীর্ণ করে কণ্ঠ এই অনন্তের হিমেল বাতাস
ভারাতুর করে তোলে ; প্রতিধ্বনি ওঠে অবিরাম।

কারণ এ সত্তাজুড়ে আছে এক স্মৃতি অনির্বাণ
অনাদি অতীত আর অযাপিত দূর আগামীর,
প্রিয় এক মুখচ্ছবি হৃদয়ে গভীর স্পর্শ যার
চিরন্তন বিরহের বেদনায় অনন্ত অম্লান।

স্মৃতি নেই প্রকৃতির নিরুৎসুক জন্মান্ধ হৃদয়ে ;
তাই আমি সৃষ্টি করি প্রকৃতির অতীত প্রতীক
মৃত্যুর তমিস্রা-ভেদী শব্দের উজ্জ্বল দীপশিখা—

প্রকৃতিকে তুচ্ছ করে যেইখানে অমর বিষাদ
পূর্ণ করে অন্য এক ভুবনের শূন্য অধিকার,
যেখানে অক্ষয় আমি, সৃষ্টির শাশ্বত অঙ্গীকার।

## ওফেলিয়া

চোখে আজ ঘুম নেই, ঈশ্বরেরও, নীল সমুদ্রের
হৃদয় অস্থির আজ, কে সে আসে চুপি-চুপি,
আপন আত্মার ভীতি, নাকি সে প্রেতের ছায়া, প্রীত
নরক-শান্তিতে, এলসিনোরের উজাগর
অন্তহীন প্রতীক্ষায় ? কিনা হবে রক্তের দামেই
প্রতিশ্রুত স্বর্গভূমি, কালের প্রহরী হুঁশিয়ার,
শুভবুদ্ধি সৌন্দর্যের দীপশিখা জ্বলুক আবার
পিতার পবিত্র ঋণ শোধ হোক প্রাণ-আহুতিতে।

এখন সময় নেই, ওফেলিয়া, এলসিনোরের
রক্তবর্ণ অন্ধকার বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে,
জ্যোতি নেই হৃদয়ের ভিতরে বাহিরে, তাই
এখন প্রার্থনা করো, মগ্ন চৈতন্যর অন্ধকারে।
আছে নাকি উষসীর উদাত্ত আলোক বাণী কিছু
পরম সত্তার, যাকে দেখা যায় তিমির রাত্রির,
দীর্ঘ পথ পার হ'য়ে পাপ-জাত আপন আত্মার
অথবা, বিকল্প যাহা, সে যে মৃত্যু মানবিকতার।

শান্তির আশ্বাস নেই, জীবনের ধ্রুপদী বিশ্বাস
আত্মার ঐতিহ্য, প্রেম, বিষ-যন্ত্রনায় জর্জর,
বুদ্ধির আলোক ব্যর্থ, অর্থহীন কর্মের প্রেরণা—
সত্য নাকি একমাত্র নিয়তির অমোঘ সংকেত ?
প্রশ্ন করো—( দেহের বিলাস বৃথা ), হও সন্ন্যাসিনী
উন্মাদিনী ? তা-ও ভালো, গাও গান প্রাচীন দিনের—
প্রেতকীর্ণ অন্ধকারে রুদ্ধশ্বাস এলসিনোরের
জীবন দুঃস্বপ্ন মাত্র ; মৃত্যু ? সে তো নিস্ফল আশ্বাস। □

হীরেন ভট্টাচার্য

## বাঁশির ডাক

অন্ধকার-দিয়ে যেতে যেতে
আলোকের শঙ্খ-ধ্বনি
শুনলাম অকস্মাৎ।

বজ্রের জন্যে রাখা আমার হাড়ে
অনুভব করলাম বাঁশির ডাক।

বাঁশিটা রক্তের মধ্যে, হাড়ের ভিতরে—
লুকিয়েছিল এতকাল। ওখানে
স্তূপ করে রেখেছিলাম সময়ের কিছু
শুকনো পাতা।।

পাতাগুলো সরিয়ে নিলে কে?
কার সেই স্নিগ্ধ হাত!

ও

[ প্রার্থনার মতো করুণ ]

আমি
ওর বুকে হাত রাখলাম ঃ
পাঁচটি আঙুলে
আমার ফুলের সুবাস।

ওর
প্রতিটি আঘাতে
আমি চুমো দিলাম ঃ
আমার
শুকনো ঠোঁটে
একটি-দুটি করে
সাতটি করুণ গোলাপ।

আমি
ওর বুকে হাত রাখলাম ঃ
আন্দোলিত আঙুলে
আমার ফুলের লাস্য।

## শিরায় শিরায়

কাল রাতে মেঘ ডেকেছিল
শিরায় শিরায় বিজুলীর বেগে
নেমে এসেছিল শেষ বর্ষার মেঘ।

কাল রাতে মেঘ ডেকেছিল
কার কুমারী কেশের অগাধ আঁধারে
ঢেকে রেখেছিল গোলাপ-রঙের খুন।

কাল সমস্ত রাত মেঘ ডেকেছিল
শিরায় শিরায় শেষ বর্ষার মেঘ।

## লাঞ্ছিত সূর্য

রোদ ক'মে-ক'মে ঢলে পড়ে সূর্য।
ত্রস্ত রাত্রির অন্তরীক্ষের
অন্ধকারে জ্বলে কাল পুরুষের
তলোয়ার অনিবার্য।

আমি কবি, সীমিত আমার সামর্থ্য।
চৌরাস্তার ভূতগ্রস্ত প্রহরীর
কৃতঘ্ন পিতলের শিস
বিপর্যস্ত করে আমার কাব্যের অর্থ।

রোদ ক'মে-ক'মে ঢলে পড়ে সুবর্ণ সূর্য।

## জোনাকি-মন

২৬) মৃত্যুও তো এক শিল্প
জীবনের কঠিন পাথরে-কাটা নির্লোভ ভাস্কর্য !

৩৬) কার অমন প্রয়োজন যে আমাকে রোদ এনে দেবে,
সহজ হবে আমার কাতর নিশ্বাস।
নীলিমার নীরব গালে
টপ্ করে চুমো দিয়ে বলবো, বাঃ কী সুন্দর
ঝলমলে এই রোদের বাতাস !

৩৭) রোদের ভারে ভেঙে পড়ো-পড়ো ঘর।
খিড়কী খুললেই আমার পড়ার টেবিলে
উড়ে এসে বসে একটি পাখি, পাখায়
পরাগ ; ঠোঁটে কবিতার অক্ষর ॥

## ভোগালি

তুমি তো জানোই
এ কবির আর কিছুই নেই।
একটিই মাত্র শার্ট
তারও ছিন্নপ্রায় শেলাই।

প্রেম নিশ্চয় এরকমই
আবরণ খুলে হৃদয় জুড়ায় ॥

## অপ্রতিদ্বন্দী

মৃত্যুর সঙ্গে কে কলহ করে, জীবনের সঙ্গীত মৃত্যুর
সূক্ষ্মতায় শুদ্ধ, স্বর যার ধ্বনির প্রাকৃত উদ্ধৃতি, আমার
পিঠে হাত রেখে এক বিরাট মানুষ—কবিতা-পুরুষ :
আমি তার ছায়ার পাশ-দিয়ে স্মৃতির শিষ কুড়িয়ে যাচ্ছি,
অনাবৃত স্বপ্নের সামনে আলোর আলেয়া, আমি জানি না কবিতা কি,
আমার ভয়ঙ্কর যাত্রার সঙ্গী আর কে অথবা নিজের
সীমাবদ্ধতা ; আমি আমার অবয়ব ভেঙে বেরিয়ে আসি অথবা বেঁচে
থেকেই গোটা মানুষটি মাটির গভীরে ঢুকে যাই, মাটির
গভীরে আমি আস্ত মানুষটি, মাটি আমার গায়ের কাছে,
আমার আকাশ-পাতাল চারপাশে মাটি, মাটি আমার
লুব্ধ জিহ্বায়

## কাঠ-হওয়া অশ্রুর গান

গান আনো, নির্জনতা থেকে
কোলাহল থেকে, আমার সুর নেই
তোমার সুরেলা হাতে তুলে ধরো উজ্জ্বল গান,
শান-দেয়া গান, সতেজ সুগন্ধ।

গানের শরীরে জোনাকি আছে নাকি
অন্ধকারে দেখিয়ে যায় পথ।

গান আনো, শোনো যুদ্ধের গান, শান্তির গান
পলাতক প্রাচীন, অথবা সদ্য তরুণ ;
জটিল দিনের প্রতীকী ভাষান্তর
কাঠ-হওয়া অশ্রুর সুঠাম নির্মাণ।

গান আনো, তুলে নাও মাটির মৃদঙ্গ
নির্জনতা থেকে, কোলাহল থেকে উঠে আসে গান
মাটির ডাকে
গানহীন মানুষের কল্যাণ।

## দুঃখ আমার কোলের শিশু

এভাবেই আছি ঃ দুঃখ আমার কোলের শিশু, বার বার দু'হাত দিয়ে তুলে নিতে হয়। জিবে দুঃখের ঘরের নুন, উদ্গার হয় ভাতের ফেন! রাগ আমার সহজে ওঠে না। দায়িত্বশীল পিতার মতো আমি জানি রাগ কীভাবে চেপে রাখতে হয় ; ক্ষমাই বা কাকে বলে। প্রচুর দায়িত্ব আমার। দুঃখগুলো দেখা-শোনা করে মানুষ করার গভীর দায়িত্ব, একাগ্রতায় ভেজা সপ্‌সপে, রোগা শরীর আমার, কিছু-একটা বলতে গেলেই আলজিব থেকে রক্ত ছিটকে পড়ে অজান্তে মুখের ভিতরে বাইরে।

□

বীরেশ্বর বরুয়া

## লিলির বিকেল

ক্ষণিক পরিচয়ের
বর্ণমালা
আঙুলের ডগায় গুনে নিয়েছি।
একটু আদুরে কথা
অথবা
হাতে তুলে-দেওয়া এক কাপ কফি
সিস্‌মোগ্রাফের ডায়ালের বাইরে।

কর্মফল? ভাগ্য? এরকম হিসাবের
পাতায়
অন্ধকার হাত বুলিয়েছে। কার সাধ্য
কাঠবেড়ালীর লেজ-নাচানো ডাল পাতায়
স্বপ্নগুলো টুকে রেখে দিতে!

নার্সারী রাইম্‌
ওরা শুনতে চায় না
তার প্রমাণ হিসাবে ওরা তোমাকে
নিয়ে রেখেছে
উন্মাদাগারে। হায়, হায় উন্মাদিনী!

কি সাধ্য তোমার
প্রাক্-দুপুরের আকাশের
মেঘগুলো
দুইহাতে ঠেলে দিতে !
ওরা কৃত্রিম বিকেল তৈরী করেছে
তোমার যৌবনের সমাধির
সামিয়ানার জন্যে ।

## একটি বিমান দুর্ঘটনার পর

ঠিক এরকম সময়ে
সেদিন
মানুষটিকে বিদায় দিয়ে
ও আমার পাশে এসে
এ জায়গাতেই বসেছিল ।

সেই মানুষটি আর কোনোদিন ফিরে আসবে না
একথা এখন স্পষ্ট
কেবল অস্পষ্ট ঃ ওদের মধ্যে কী সম্পর্ক !
ওর মুখের কাছে
চায়ের কাপ
ঠাণ্ডা হয়ে আছে ।

আমি ওর পিতা না, স্বামী না, প্রেমিক না
আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই

সেদিনের নিরুদ্দিষ্ট যাত্রীদেরও আমি কেউ না।
কাজ নিয়ে কাড়াকাড়ি
অসময়ে হুড়োহুড়ি
আকাশে দু'এক টুকরো মেঘ
এই উজ্জ্বল পরিবেশে
ওর চোখে কয়েক ফোঁটা জল।

এয়ারপোর্টের রেস্তোরাঁয়
অসংখ্য মানুষের ভিড়
ছোটো টেবিলের দু'পাশে আমরা দুজন বসে আছি।
ও আমাকে চেনে না
আমিও ওকে চিনি না
সান্ত্বনারও এখন কোনো মানে হয় না
তবু আমি মনে-মনে
সান্ত্বনা দিচ্ছি ঃ কেঁদো না।

## ডাহুকী

সাত সকালে ওরা আসে
আর আমার চাতালে
নাচতে থাকে

আমার অতীত মুচ্‌ড়ে দিয়ে যায় ওরা
ওদের নৃত্যে আমার কৈশোরের চলাফেরার ভঙ্গি
ওদের স্বরে আমার হারিয়ে-যাওয়া কৈশোরের
কাটা সুপুরীগুলো আবার জীবন কাঠি ছোঁয়

নির্জনতা বুকে জড়িয়ে ধরে ওরা আসে।
সেসময়ের স্বপ্নগুলো ওরাই নাড়াচাড়া করে
জলে ধুয়ে দেয়
ঠাকুরদার সাবধান বাণী জোড়ডালে ঝুলে থাকে

একদিন আমি পাহাড়ে গিয়েছিলাম
টঙিঘরে উঠে দূরের দিকে তাকিয়েছিলাম—
মরণের চোখ রঙ-বেরঙ

আমি আবার ফিরে এসেছি
আমার নিজের কাছে
আমার অন্তরতমের কাছে
হৃদয়ের কোনো এক কোণে শুনি সেসময়ের
ডাহুকীগুলোর সুরেলা ক্রন্দন
তোমার হাতে হাত রেখে অনুভব করি
সেসময়ের ডাহুকীগুলোর সন্নিধান
তোমার বুকে ওদের ডানার ঝাপট
তোমার জড়িয়ে-ধরাতে আমার কৈশোরের
নির্জনতা

সাত সকালে ওরা আসে
আর আমার চাতালে
নাচতে থাকে

আমার বাহুতে ভর দিয়ে
জেগে আছো
ওদের সহচরী
তুমি ওদের কোন জন্মের
স্নেহময়ী বাইদেউ ! □

নির্মলপ্রভা বরদলৈ

## অন্ধকার

আমি তো অনেকদিন নিজেকে দেখিনি
দিনে দিনে বেড়ে যায় পথের দূরত্ব—
কত না যোজন, হাজার হাজার যেন ···

এরকম মনে হয়—
স্তর
স্তর
স্তরের
পেছনে
আমি
অন্ধকার আগ্নেয় গর্ভে !

অষ্টাঙ্গ মাটিতে মেলে চুপিচুপি চেয়ে
কিছুই দেখি না,
নীরন্ধ্র আঁধার ।

কেবল জানি যে আমি এখানেই
একদিন এখানে ছিলাম—
এসব পাথর, ধূলো, হাজার রকম ফুল
ছড়ানো ছিঁটানো এই বনের ভিতরে ।

## দুঃখের পাহাড়

বুকের
চুল যেন সাঁকোটিতে
দুঃখের পাহাড়।
বালিতে হারিয়ে-যাওয়া
নদীটি কাঁদছে।

বুকের
ঠিক মিহি শিরাটিতে
দুঃখের পাহাড়।
বালিতে হারিয়ে-যাওয়া
নদীটি কাঁদছে॥

## করুণতম

আশ্বিনের মাঠের গন্ধ
নাকে এসে লাগলে
আমি ফিরে পাই আমার বাবাকে।

দোকানের ভাঁজ খোলা
গামছার সুবাসে
আমি ফিরে পাই আমার মাকে।

আমি আমাকে
আমার সন্তানের জন্যে
কোনখানে রেখে যাবো,
কোনখানে ??

## বৈশাখ ৩

কচি পাতার মতো
দোলায়িত গ্রামখানি
কেতেকী ফুলের গন্ধে।

অশ্বত্থ গাছের ফাঁকে
সবুজ সূর্য।

দেঁহের বনে
কোকিলের ডাক
ঝর্ণার মতো ॥

## বশিষ্ঠে দুপুর

সবুজ রোদ ঝলমল করছিল
হরিতাল রঙের বাতাসে,
ঝিঁঝির ডাক সোনালু ফুলের মতো
ঝুলছিল
গভীর অরণ্যের এখানে-ওখানে।

ঝির ঝির ঝিঁঝি
ঝির ঝির ঝিঁঝি
শব্দের অবিরাম বর্ষণে
আমার সমগ্র সত্তা ভিজে গেল—

হাতের আঙুল-দিয়ে
আমি বয়ে গেলাম
অরণ্যের গভীরে,
পায়ের তল-দিয়ে
আমি বয়ে গেলাম
শিকড়ের গভীরে,
নিশ্বাসে-পাওয়া বনের নির্যাসে
আমার আত্মা লীন হয়ে গেল
পাথরের খোড়লে, ঝর্ণার জলে,
ঝিঁঝির ডাকে, বনের লতায়,
উঁচু-উঁচু গাছের পাতায়।

সাক্ষী হয়ে রয়ে গেল
নির্জন সেদুপুর!

## মর্মান্তিক

ওকে আমি চলে যেতে দেখেছিলাম
সূর্য ডুবে যাবার সময়
মেঠো পথ ধরে।

মাথায় ঝাঁপি
কাঁধে ভারী দুটো আঁটিবাঁধা ধানের বোঝার
ঝনার ঝনার শব্দ।

ওর পেছনে পেছনে চলে গেল
অঘ্রানের সোনালি রোদ,
খড়ের ঘর, বাঁশ বনের
কাঁচা পথ
আর গীয়মান পাখিগুলো।

চলে-যাচ্ছিল আর চলেই গেল।

কে জানে
ও আর
এই জন্মে
ফিরে আসবে কি আসবে না !!

## পরম প্রহর

দৈবাৎ দেখা হয়
তার সাথে

যখন দেখা হয়
হাতে হাত রেখে জানাই
আন্তরিক অভিনন্দন
মাথা নত করে জানাই
শুভ-ইচ্ছা
"জয়ী হও"

আমি দেখতে পাই
তাকে
ক্বচিৎ, মাঝে-মাঝে
সে চোখ খুললে
বাতাস হয় সবুজ
নিথর নদীতে বয়
প্রাণ
আকাশে
শুক্লা প্রতিপদ

মাঝে-মাঝে তাকে দেখতে পাই
শামুক ভেঙে বেরিয়ে-আসা
মুক্তোর মতো সে যখন
মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়ায়
আমাকে ছোটো করে দেয়
আমার ভিতরকার
বিরাট পুরুষ।

## সমাগত

ও আসার কথা
তোমার দৃষ্টির ক্ষুরধারে

ও আসার কথা
তোমার রক্তে
তোমার সঙ্কুচিত হাত
প্রসারিত
আর
মুষ্টিবদ্ধ হলে

ও আসতে চায়
আর বার বার
ফিরে যায়
কুঞ্চিত ভ্রু আর

নিরুপায় মুখ-ভঙ্গিমায়
ফিরে যায়
ক্রোধের অনুচ্চারিত
অভিশাপ দিয়ে

ও ফিরে যায়
ঝুলে-পড়া
মাথা দেখে
মুহূর্তের মোহে বন্দী
বিবর্ণ, ঘোলা দৃষ্টি দেখে
প্রসারিত হতে-চাওয়া হাত
স্ব-মৈথুনে আবদ্ধ সঙ্কুচিত দেখে

ও অনেক আগেই আসত !

নীলমণি ফুকন

## ঘুমের ভিতরে ও তেড়ে এসেছিল

ঘুমের ভিতরে ও তেড়ে এসেছিল
এখন ও কোনখানে

মুখে কি ওর এখনো আছে
ছিন্নমূল সেই গাছ

দুটি ঠোঁটে কি চলেছে বয়ে
রক্তিম দুটি নদী

দু'চোখে ওর এখনো কি আছে
সেই দুটি কালো ঘোড়া

প্রতিটি রাতে পায়ে চেপে রাখে
আজো আমার মর্মমূল

## একটি শিশুর সাথে

একটি শিশুর সাথে
রেলে যাবার সময়।

অন্ধকার মুড়িয়ে নেয়
ফেলে-আসা ছায়ার পথ

আমাদের মাঝ-দিয়ে চলে যায়
দূরের মায়ার উদ্ভিদ!

একটি শিশুর সাথে
রেলে যাবার সময়

সন্ধ্যার পৃথিবী যায়
দুটি লোহার সিঁড়ির উপর-দিয়ে

দুটি ঠাণ্ডা সিঁড়ির উপরে
হাত হৃদয়ের ঘনিত নিশ্বাস

## এখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে

এখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে
একটি কালো গোলাপের গন্ধ

অস্ফুট শব্দের ঠোঁটে
পাতাঝরা স্বপ্নের বাতাসে

একটি কালো গোলাপের গন্ধ
ঝরে-পড়া তারার নিশ্বাসে

প্রহরে প্রহরে ডানা ঝাপটানো
আহত তৃষ্ণার ডাকে

এখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে
একটি কালো গোলাপের গন্ধ

একটি কালো গোলাপের গন্ধ
কণ্ঠহীন প্রেমের হীরার ধারে

## এই একটিমাত্র শব্দ

এই একটিমাত্র শব্দ
সবুজ

বিষ্ণুর নাভিপদ্মে জন্ম নিয়েছিল
এই শব্দ
রক্ত রাঙিয়ে-দেয়া এই শব্দ-দিয়ে
সূর্যে যাবার পথ
সোনালি শস্যের ভেতর-অবধি
হৃদয়-
প্রসারী এই শব্দ
সবুজ

এই একটিমাত্র শব্দ
সবুজ
যার জন্য জন্ম নিলো
জল
মাটি
নারী

## আমার নিঃসঙ্গতম অনুভূতিতে

( কবি জীবনানন্দ দাশের স্মরণে )

আমার নিঃসঙ্গতম অনুভূতিতে
তুমি ফসল করো

তুমি ফসল করো নীল ফুলের
রাঙা ফলের

আমার অঙ্গুলির শিরে তুমি
নীলা হতে চাও

আমার বুকের ভিতরে
তুমি রাঙা হ'য়ে ঝুলে

যখন শরৎ যায়
যখন হেমন্ত আসে

তুমি কোন কবি

## কোথায় যাবে বলো উন্মাদিনী

কোথায় যাবে বলো উন্মাদিনী

ঘরে স্রোত
পথে স্রোত

স্রোতের কী ঘিলারঙ পানি

দূরে মেঘ ডাকে শোনো
ছেলে-মেয়েরা চেঁচোয় শোনো

বকুল মেলুক পাপড়ি
কৃষ্ণ জন্ম নেবেন আজ রাতে

পথে স্রোত
ঘরে স্রোত

স্রোতের মুখে এখন উট
দেখো কল্লোলিনী

ছায়া নয় ছায়া নয়
পুলকিত কান্তার

কপালে তোর লুকিয়ে আছে
ভোর সন্ধ্যার রোদ

## গাছের চূড়ায় দোলে ঝড়ের মুকুট

গাছের চূড়ায় দোলে ঝড়ের মুকুট
আমি বলি কি দোলে

গুলঞ্চ কি গোলাপ হ'য়ে সন্ধ্যা জ্বলে
অন্ধ নয়নে

হঠাৎ পানকৌড়ি হলো নদী
প্রাণে লাগলো প্রাণ

গর্ভবতী রমণীর মৌনতা
যেন চুল মেলে ব্যাকুল

কেবল জলস্রোত
কেবল স্বপ্নস্রোত

অন্ধকারে দুই হাত খুঁজে আনে
দু'মুঠো সবুজ বন

গাছের চূড়ায় দোলে ঝড়ের মুকুট
আমি বলি কি দোলে

নদী ভাঙে পার
খসে আসে—খসে পড়ে

ভুবনেশ্বরী পাহাড়

## হংসধ্বনি শুনেছি

হংসধ্বনি শুনেছি
রাত পোহাল না রাত হয়েছে

আমার হাতের আঙুলে
ঢেঁকি-শাক গজিয়ে উঠেছে

আমি আমাকে হারিয়ে ফেলেছি
তুমি তোমাকে খুঁজে ফিরছো

কোথাও রয়ে গেছি নাকি
না যাচ্ছি

আকাশ পাতাল অন্ধকার আলো
একাকার হয়ে পড়েছে

হংসধ্বনি শুনেছি

অনেকদিন পর এক পশলা
বৃষ্টিতে ভিজেছি

কালিদাসের সাথে চর্মন্বতী
নদীতে নেমেছি

রক্তাক্ত ছায়ামূর্তিগুলো
শরীর ধারণ করেছে

শত সহস্র হাত মেলে শূন্যে
ব্রহ্মাণ্ড ধরে রেখেছে

হংসধ্বনি শুনেছি

নিশ্বাসে আমার একটু
সবুজ হাওয়া নিয়েছি

আমার ভেতর থেকে আমাকে
হাতছানি দিয়েছে

হংসধ্বনি শুনেছি
সন্ধ্যা হলো না রাত পোহাল

আমার সমস্ত গায়
ঢেঁকি-শাক গজিয়ে উঠেছে

## রাতের বৃন্দাবন-দিয়ে

রাতের বৃন্দাবন-দিয়ে
যাচ্ছি

জ্যোৎস্নায় ছায়ারূপ ধরে এক স্ত্রীলোক
আমার সাথে-সাথে যাচ্ছে

ও চীৎকার করতে চাইছে
চীৎকার করতে পারছে না

ও ক্রন্দন করতে চাইছে
ক্রন্দন করতে পারছে না

ও ওর জরায়ুর সন্ধান করছে

ও ওর প্রেমিকদের সন্ধান করছে

কলিজায়
ফুল তুলে দিতে চাইছে

ও ক্রন্দন করতে চাইছে
ও চীৎকার করতে চাইছে

রাঙা জবাফুলের মতো ওর
স্তন দুটি থেকে
টপ্-টপ্ করে রক্ত পড়ছে

আমার বুক ফেড়ে
মাটি ফেড়ে
গাছগুলোর শিকড়ে পড়ছে

আর কারোবা প্রান্তরে
আলেয়া হয়ে জ্বলছে

রাতের বৃন্দাবন-দিয়ে
যাচ্ছি

যমুনার বালুতে পড়ে-থাকা
শামুখের খোলে
চন্দ্রমা ফুঁপিয়ে উঠছে

ও ওর জরায়ুর সন্ধান করছে
ও ওর প্রেমিকদের সন্ধান করছে

## পরশুই জলমগ্ন লোকটি

পরশুই জলমগ্ন লোকটি
পাথরের ঘোড়া চড়ে উঠে আসতে দেখেছি
পাথরের একটি ঘোড়সওয়ার
পথে পথে মানুষের ভিড়

'কি বলো হে'
'জলমগ্ন সেই লোকটি'
'না অন্য কেউ'
'কি আশ্চর্য'

পাথরের ঘোড়া
যুদ্ধে হারিয়ে-যাওয়া ঘোড়া
পাথরের একটি ঘোড়সওয়ার
উলঙ্গ একটি ঘোড়সওয়ার

তৃণভূমে ক্ষণকাল যখন দাঁড়ায়
আর চারটা ঠ্যাং মেলে দেয়
একটা স্তম্ভের মতো কণ্ঠ তার
ক্রমশ যখন দীর্ঘ হয়ে যায়

ঠাণ্ডা গরম চূর্ণচূর্ণ কয়েকটি চীৎকার
বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করে
তার গায়ের শিরা উপশিরা-দিয়ে
আসা-যাওয়া করে

মানুষেরা তার মুখ-দিয়ে নিশ্বাস নেয়
মৃত মানুষেরা
জীব জন্তুরা
গাছ ও বন-বনানীরা

নিশ্চয় কোনোখানে আগুন লাগে
নিশ্চয় কোনোখানে আগুন নেভে
নিশ্চয় কোনোখানে প্লাবন নামে
নিশ্চয় কোনোখানে পাপিয়া ডাকে

ছেলেমেয়েরা
এ ওর মুখের দিকে তাকায়
মানুষ মানুষীর একাংশ ক্ষয়ে যায়
একাংশ জেগে ওঠে

বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করে মনের ভিতরে
কোনোখানে ওরা দৌড়ে চলে যায়
দাঁড়াতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না
ঘেমে ওঠে কেঁপে ওঠে কাঁদে আর হাসে

একটি ব্রুশের মতো ঘোড়সওয়ারটি
পড়ো-পড়ো প্রায়
নাক-দিয়ে মুখ-দিয়ে তাজা রক্ত মরা রক্ত
বেরোয়-বেরোয়

পরশুই জলমগ্ন লোকটি
পাথরের ঘোড়া চড়ে উঠে আসতে দেখেছি
পাথরের একটি ঘোড়সওয়ার
উলঙ্গ একটি ঘোড়সওয়ার

দেখো দেখো কীভাবে
ঘোড়ার চরণপাতে
চূর্ণ-চূর্ণ দুই রাতের
নাকি দুহাজার বছরের স্তব্ধতা

## আসুন বেরিয়ে পড়ি

আসুন বেরিয়ে পড়ি  সাংঘাতিক কথা  কেউই বিশ্বাস
করছিল না  যে-কোনো মুহূর্তে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে
বৃষ্টিপড়ার মতো রক্ত  মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কেউই বলতে পারে না
কার্তবীর্যের এক-হাজার হাত  সে তার আয়নায় দেখা লোকটা
একটি মুণ্ডহীন ভূত  মৃত পিতা মাঝে-মাঝে আমাকে খোঁজ করেন
ননী আছো নাকি

তাদের চোখের দিকে তাকান  কী দেখছেন  আপনি কাকে
ভালো বেসে  জীবনের সাথে লোফালুফি খেলা  স্বপ্ন দেখছেন
আপনি এখানেই রাস্তাটা পুবদিকে ঘুরেছে  এখান থেকেই
সূর্যটাকে বলি-দেয়া ছাগলের জিহ্বার মতো দেখে
শিলালেখ ক্ষয়প্রাপ্ত হলো
রাতে হুতোম পেঁচার ডাক  উত্তপ্ত নীরবতা  শিয়ালের
হোয়া হোয়া

কেউই জানলো না ট্যাক্সীতে কে ছিল  পরিকল্পিত
হত্যা  অনেক-ক্ষণ পরও আকাশ ধোঁয়া-ধোঁয়া ছিল
জজ ফিল্ডে যুধিষ্ঠিরের বক্তৃতা  ছেলেদের মাথায়
ব্যাণ্ডেজ  কার্তিকের ছুটির দিন  হাতি দিয়ে মাড়িয়েছিল
বরুয়া  বাঘটা অর্ধাহারী মহিলাদের
স্তন কামড়ে জল চেয়েছিল জল পেট্রল
পাম্পে আগুন

আসুন যেতে থাকি সাংঘাতিক কথা ঘাস গজিয়ে উঠেছে
চারদিকে কালিয়নী-দিয়ে উঠে
আসছে জলে ভাসানো দীপের আলোক সময়ের কী
রঙ সত্যের সাথে মুখোমুখি সেই কথা শেষ হলো
ক্রুশ ভেঙে কেটে দাঁড়ালো দুরন্ত যীশু বীভৎস ভীষণ
অমল কবিতা হৈ চৈ হুলুস্থুল

## কত কথা ভুলে গেছি কত কথা ভুলে থাকি

( কিশোর ভট্টাচার্যকে )

কত কথা ভুলে গেছি কত কথা ভুলে থাকি
অনেক দিন আগে ঘটা একটি ঘটনা
মাঝে-মাঝে মনে করতে চেষ্টা করি

বর্ষার ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার রাত
কড়া নাড়ার সাথে-সাথে খুলে দিয়েছিল দুয়ার
কারো নিবিয়ে-রাখা দীপের আলোক
তখনো গন্ধ দিচ্ছিল
চোখের জল মুছে-মুছে মেজে শুকিয়ে নিচ্ছিল থানায় আবদ্ধ রক্ত
দেখ্‌ ভীরুর দল
দেখ্‌ কাপুরুষের দল
নপুংসকের দল

উঁই-ধরা কিংখাবের জামা প'রে রাত দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল
আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম
উন্মাদ হয়ে ঘরে আগুন দিতে চেয়েছিলাম

গোল আয়নাটি ভেঙে দিতে চেয়েছিলাম
কাউকে টুঁটি চেপে ধ'রে হত্যা করতে চেয়েছিলাম
আজও আমি ভালো করে মনে করতে পারি না
আমি কী করতে চেয়েছিলাম
কখন রাত হয়েছিল কখন রাত শেষ হয়েছিল

কত কথা ভুলে গেছি কত কথা ভুলে থাকি
শৈশবে শোনা একটি ঘুমপাড়ানী গানের বাতাসে
মাঝে-মাঝে অনুকরণ করতে চেষ্টা করি
ভাগ্যহীনা এক বৃদ্ধ জননীর মুখের আদলে
লুকিয়ে-থাকা একঝাক সামুদ্রিক হাঁসের ডাক

□

প্রফুল্ল ভুঞা

## এক মানুষের প্রাণ

এক মানুষের প্রাণ এক মানুষে
তার প্রাণের স্ফুরণ যদি হয় হবে
তার প্রাণে তারই প্রাণে।
ফুল কী রকম ফোটে
জাড়ে, জাড়ের দিনে
ফুল ফোটে নিজে নিজে
ডালের আগায় কলির ভিতর-দিয়ে
ফুল ফোটে বনের গায়ে।

প্রাণের বেদনা
তোমার প্রাণে সাজিয়ে রাখো,
একটি-দুটি করে বেদনার কণা ছিটিয়ে যাও,
অপার শক্তি প্রাণের।
বেদনা পেরিয়ে প্রেমের হৃদয়
হয়তো ছোঁবে হয়তো ছোঁয়
প্রাণ কী রকম প্রাণ হয়ে থাকে
বেদনা ধূসর জীবনে !
সাধারণ-ভাবে
আমাদের তা জানা ছিল না যে, জানা ছিল না।

□

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

## সোমধিরির স্মৃতি

সোমধিরি নদীটির পারে
হাসি-খুশি ঘরমুখী কিশোরীর মতো
একঝাক বক এসেছিল,
তাদের বললাম ডেকে
আমি আর সুরধুনী মিলে
'দাও টিপ সাদা টিপ'
সুধিয়েছিলাম আরো
'কীর্তনে যাওনি কেন ?'

বকঝাক বিজুলীর বেগে
দূরের দিগন্তে গিয়ে পথ-হারা হ'লে
তাহাদের খুঁজে-খুঁজে যে-সময়
নেমেছিল সুকোমল সপ্তমীর চাঁদ
তখন যে দেখলাম আগামীর গুহা ঢেকে
রূপালি রঙের এক মাকড়ের জাল
ঝিক্‌মিক্‌ চিক্‌মিক্‌
অতটুকু মেয়েটির
কান্না ঝ'রে প'ড়ে ;

কয়টি প্রহর ধরে
চাঁদ মামা ঘুরে-ঘুরে যাবার পরেও
আমি আর সুরধুনী রইলাম চেয়ে
তারার অক্ষর-দিয়ে
রজনীর পিঠে মহাপর্ব লেখা
আর আনাচে-কানাচে শুনি
তারই মহড়া
ঝিঁঝি আর পেঁচা আর
ব্যাঙদের গানে ;

মহাপর্ব শেষ হলো বলে
প্রভাতের পাখি এসে বীজমন্ত্র
ঘোষে গেল যেই
সুরধুনী বললো তখনি
"কাল কাল কাল করে
বার বার কালই বলো না।"

ছোটো নদী সোমধিরি পার হ'য়ে
পার হ'য়ে আন্দোলিত ব্রহ্মপুত্র নদ
আমি এক ব্রহ্মচারী শান্ত মাজুলিতে
সন্ধ্যার প্রার্থনা-রত ;

"ইস, চূড়ার কাছেই বসে
এখনো যে চাঁদ মামা ···
তুমি কেন জানতে চাও
কীভাবে তখন কে
ভেসে গেল
সোমধিরি নদীটির জলে ?"

## অস্তাচল

উপদেবতা-আশ্রিত আমার মন
বন্ধনহীন মেঘের মতো
এখানে-ওখানে ভ্রমণ-রত,
স্মরণের দ্বারে চিড়-চিড় আগ—
কলাপাতা যেন ঘন-ঘন নড়ে-চড়ে ;

কেন যে নতুন গ্রামের থেকে সওদায় এসে
বনহলুদ বদ্‌লিয়ে নাও কাঁচা হলুদের সাথে,
দীনতার জন্য কি হে পরিচিত পথ
জাবড়া আগাছায় রেখেছো ঢেকে ?
বুকে এসে লাগে ধুপ্‌ধাপ্‌ এসব প্রশ্নের কুঠার ····

দূরে ঘরে ঘরে শেফালি ফুলের মতো
শোবার পাটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়ে রিনঝিম স্বাদের কুহেলী
মালিনী রজনী ঢালে বিরতির মাদকতা
অন্তহীন প্রান্তরে আমার
স্মৃতির জোনাকিদল কাবুলিওলার মতো
ঘুরে-ঘুরে চক্রবৃদ্ধি লুটে।

তথাপি পেলাম আমি আবার সোনালি ক্ষেত
নতুন ফসল রুয়ে শুধে নেবো ধার
তথাপি জেনেছি আমি সংশয়ের লতাকাটা

রণের শেষেই
কাল ভোরে রাখবো চরণ আমি পরিচিত পথে ;
তখন এসো হে তুমি,
দেখে যেয়ো সারিবন্দী নাগেশ্বর গাছের মতন
স্বপ্নের কলস
দেখে যেয়ো মধুমতী
বুনিয়াদি আশা এখনো জীবিত
প্রভাতের আকাশের রাঙা কলিজায়।

## টাইগার হিলে সূর্যোদয়

ভোর বেলার ইস্পাত-রঙের বরফের পাহাড়গুলো
জাঠা বর্শার অসংখ্য স্তূপ ঃ
ওখান থেকেই আসে
হাড় কাঁপানো বাতাস

বিমূঢ় লোকদের চঞ্চল তৎপরতা
দেখে মনে হয়েছে ঃ
"এই বহু কথিত সূর্যোদয় শুধু
লাল নীল পাথরের ভেজাল ব্যবসা .....
আকাশ আলোকিত হবার কত সময় পর অবধি
সূর্যোদয়ের প্রস্তুতি চলবে ?

কিন্তু হঠাৎ
সাত সাগরের মাঝখানে
এক রাঙা প্রবালের দ্বীপ

প্রথম বের হয়ে আসার মতো
এক নতুন সূর্যের জন্ম হলো ;
আকাশে আসন্ন-প্রসবার মনের
আলো-ছায়ার খেলা ঃ
হাড়ের মতো ফ্যাকাশে বিস্মৃতি
আর এক সাতনরী দিন
মুখোমুখি হলো ;
বরফে সূর্যোদয়ের কী যে ব্যাপক রঙ্গ !
প্রতিটি চলে-যাওয়া দিনের গায়
একস্তর বরফ ঢেলে
হিমালয় উঁচু হ'য়ে আছে,
অনন্ত শয্যার তুহিন কারুকার্য ?

ভোরের রামধনু সূর্য
কিন্তু বরফ ছেড়ে
ঢালুর ধানক্ষেত, ফুলবন আর
অসংখ্য মুখরিত নগরীতে
নতুন করে উড়ন্ত ধূলোর খোঁজে
বেরিয়ে পড়লো ;
তোমার স্থলপদ্ম-মুখে দূরের রাঙা পাখি ?

হীরেণ গোহাঁই

## অক্টোবর

কঠিন করুণ শীতের রাত
বাইরে
ক্ষুধিত বাতাসের আর্তনাদ—
শিউরে উঠেছিল কঙ্কালসার গাছের ডাল,
ভিতরে
অবশেষে অবশ আমাদের মাথার উপরে
মড়মড় করে নড়ে উঠেছিল ঝুপড়ীর জীর্ণ চাল,
আর প্রান্তরে
বরফের ভারী শবাচ্ছাদন
হাসিতে উড়িয়ে দিয়ে
ফুটে উঠেছিল লাল টুকটুকে
ফুল
যেন অস্তমিত সূর্যের সন্তান।

সেইখানেই ঢেলে দিয়েছিল
যুবক সেনানী ভরা যৌবনের খুন
গাঁয়ের ক্ষুধাতুর নারীরা ঢেলে দিয়েছিল
তাদের অভাব-অপমানের নোনতা চোখের জল
আর

অজ্ঞাতনামা কবিরা
তাদের ক্ষতবিক্ষত স্বপ্নের ফুল।
দুপুর রাতে জেগে উঠলাম
কাল নিদ্রার থেকে।
ট্রাকে ট্রাকে কোথাকার মানুষ এসে
তাদের জয়গানে
ডুবিয়ে দিল বাতাসের হাহাকার—
ভাঙা দোর দিয়ে ভেসে আসে তার কলিঃ
দেখ, আমাদের অনাবাদী প্রান্তরে
কী আশ্চার্য ফুলের বাহার!

## উত্তর রবীন্দ্র

জানি জানি প্রয়োজন আছে তার।
দিন যায় অবাধ্য শঠতার মুখোশ পরে
মুখ-রক্ষার তাগাদায়। রাতে
নির্নিমেষ স্বপ্নে যেন ফোটে সেই নির্দয় আহ্বান
নিস্তব্ধ কেন্দ্রের।
হঠাৎ অচেনা লাগে ঘূর্ণিজলের ধ্বনিঃ
ভালো খাওয়া হয়েছে দাসের বিয়েতে
আবার সাহা কিনেছে কি মাটি সস্তায়
তোষামোদের
কত না নতুন অজুহাত!

শুনবেন তো স্বামী মধুরানন্দের গীতা পাঠ
বুঝবেন
মানুষ জন্তু নয়, নয় জন্তু ……

তাছাড়া তা কতকাল আগের কথা।
উপকারের স্মৃতি একদিন
রাস্তার পাশে ছুঁড়ে ফেলেছি অবহেলায়
এখন আকর্ণ হাসি মুখে নিয়ে
দেহলীতে তার কি করে কচলাবো হাত?
শেয়ানা মন্ত্রীর মতো বাণী দেবো
কত প্রতিনিধিদল হৃদয়ের
অজ-পাড়াগাঁর!
যে-মাঠে বহুদিন আগে ফুটবল তাড়া করে
শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে সাঙ্গ করেছি সন্ধ্যা
তার বুকে এখন প্রশস্ত পাকা রাস্তা: অবিরাম
চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে লরী চড়ে যায় মজুরের দল।

সাফ কথা
সেই বস্তিতে যাবার আমার শখ নেই
পরাস্ত কঙ্কাল যেখানে বিবর্ণ দৃষ্টিতে
শুয়ে থাকে খাটিয়ায়,
আস্তাকুঁড়ের নোংরা পচা জল, বিষ্ঠা আর কত
দুর্গন্ধের মাতাল ভিড়ের মাঝেও
বীভৎস কামান্ধ লজ্জা গৃহস্থ নারীর।
হারিয়ে যাক তার নোংরার স্তূপে—
আমার দুর্লভ আদিম পরিচয়।

শান্তির, স্বস্তির বর কপালে তো আর নেই
যুগে যুগে জ্বলন্ত অসির মন্বন্তর।
অতএব পুরুষার্থ চর্চা করো মহোৎসাহে
সংশয়ের নারীকে বলাৎকার।

অথবা এই কুণ্ঠাও আসলে
মোহের বেতনভোগী গুপ্তচর,
নকল খবরে
ভুল মানচিত্র উর্বর বেদনার

কারণ
কেন্দ্রের লিপি ভাঙা দেওয়ালে কয়লার রেখা
কারণ
আত্মার স্বর শ্বাসরুদ্ধ সেই গুহায় গুহায়
অবাধ্য শিশুর ক্রন্দন
কারণ মৃত্যুর পথ অলস ঘৃণার।

□

ভবেন বরুয়া

## সোনালি জাহাজ

যখন আঁধার ফেড়ে এ বন্দরে এসে লাগে সোনালি জাহাজ—
ভরে যায় দূরের সোনালি শস্যে নীলার ভাঁড়ার ;
দুঃখের নাবিকদল দেখা দেয়—সোনারঙ করে নীল সাজ ;
দুঃখের বণিক নিয়ে সোনালিতে ডুবে যায় কষ্টি আঁধার।

যে-জাহাজ আলোয় ভাসে তার সোনাঝরা পালের আলোক
আমাদের রাঙা রক্ত উচ্ছল কাঁপুনি তোলে সূর্যের আননে।
যে-সওদা নিয়ে আসে সোনালি জাহাজ, সে যে প্লাবন ভূমির
ক্লেদের নির্যাস-ভরা শস্যরাশি ! যেইখানে সোনালিতে ডুবে যায় নীল ?

## শুভ্রতার স্বর

সে যে এক শুভ্রতার স্বর—নীলকণ্ঠ অধীর স্তব্ধতা—
জীবনের শিখরে-শিখরে, মরণেরও ; অর্থহীনতার
ফাঁকে-ফাঁকে পাওয়া, অলিতে-গলিতে আর পাহাড়ে-পর্বতে।

আগন্তুক বৃষ্টি-রোদে, প্রহরে-প্রহরে ঋতুতে-ঋতুতে
প্রকৃতির অন্তহীন অবোধ গতিকে দিতে মানবিক
রক্তরাগ, অরুণে-বরুণে ভালে এঁকে দিতে ইন্দ্রধনু।

হয়তো তারই নাম প্রেম—কিম্বা যুগমতার শ্যামলিমা ঃ
স্পর্শ, তাপ, স্মৃতির মর্মর ধ্বনি, মুগ্ধ আঙুলের ভর ;
হয়তো প্রতীক্ষাভরা বন্ধুত্ব সে, জীবনের নীল বাঁশি।

হয়তো কালের দাঁতে-দাঁতে আপেলের বিজয়ী চমক ;
ভাঙা কাচভরা শূন্যতার উজ্জ্বলতা ; আঁধারে-আঁধারে,
মরণে-মরণে, বরফে-বরফে—উজাগর বাতাসের চলা।

ঘাসে-ঘাসে, দগ্ধ মাঠে, ফুলে-ফুলে চিতায় চিতায়
বাসনার শূন্যতার যুগল পটলময় অর্থরেখা—
নির্জন, জনতাময়, স্বেদরক্তময়—ঊর্মিল ধূসর।

সে যে এক গুপ্ত স্বর—আগন্তুক কালে-কালে আঁধারে-আলোকে
গ্রামে গঞ্জে শহরে নগরে কুটিল বাষ্পতে, লুব্ধতায়,
বর্বরের মত্ততায় আর্ত, লৌহ—সে যে স্তব্ধতার স্বর ……

## তোমাদের

তোমাদের দুঃখ তোমদের
তোমাদের দুঃখের শিকড়গুলো তোমাদের
তোমাদের দুঃখের মাটি তোমাদের

তোমাদের দুঃখের জন্য
রোদ বৃষ্টি বাতাস
তোমাদের

কালো পাত্রটিতে যারা পান করেছো
যারা পান করেছো বুনো ফলের তিক্ত রস
রাতের পাত্রটিতে

সাদা পাত্রটিতে যারা পান করেছো
যারা পান করেছো বুনো ফলের তিক্ত রস
দিনের পাত্রটিতে

স্থির হয়ে তারা সবাই তাকিয়ে থাকো
কালো পাত্রটির ভিতর দিকে
সাদা পাত্রটির ভিতর দিকে

ভীত হয়ো না
ক্লান্ত হয়ো না
তোমাদের তিক্ত শূন্যতায়
তোমরা নিঃস্ব নও

তোমাদের দুঃখ তোমাদের
শিকড় মাটি তোমাদের
রোদ বৃষ্টি বাতাস
সবই তোমাদের
আর আমার পাখিটি—সেও

তোমাদের দুঃখের ডালে বসে
তোমাদের দুঃখের পাতাগুলোর ভিতর থেকে
সে শোনাতে থাক ঃ

তোমরা নিঃস্ব নও
তোমরা নিঃস্ব নও

## শব্দাবলী

প্রতিটি শব্দই দেবদূত। প্রতিটির-ই
সন্ধান করতে হবে সেই ধূসর স্তব্ধতায়—
যেখানে জলরাশিতে এক-একটি সন্ধ্যা ডুবে যায়—
আর কৃষ্ণবর্ণ অরণ্যের উপর-দিয়ে
হঠাৎ দেখা দেয় তারাভরা আকাশের আভাস,
পাখা মেলে উড়ে যায় রাতের পাখিরা ···· ।

প্রতিটির-ই স্বকীয় মহিমা, প্রতিটির গোপন উদ্দেশ, প্রতিটিকে
পেতে হবে আলোড়নের ভিতর-দিয়ে এক নিশ্চলতায়
যেখানে গোপনে সময় স্তব্ধ হয়ে রয় আর অর্থহীন বস্তুপুঞ্জ
রূপান্তরিত হয় অনেক অর্থের স্তরে ।

প্রতিটির-ই নির্ধারিত স্থান, নক্ষত্রগুলোর মতো, একটি আকাশে ;
আর প্রতিটিই নীরব দ্রষ্টা যেন—অনেক জোয়ার ভাঁটার,
সারিবন্দী ঢেউগুলোর ·····

## ঠিক সন্ধ্যা বেলা

একটি ডাইনী আছে, সে
ঠিক সন্ধ্যা বেলা
বুকে আমার মন্ত্র পড়ে
গাঙে করে খেলা !

নৌকো গড়ায় এদিক-ওদিক
বৈঠা টানে দাঁড় ঃ
আধেক বুঝি মন্ত্র তোমার
কোনখানে তার পার !

সন্ধ্যামণি ! সন্ধ্যামণি !
হাতে বৈঠার খেলা ;
নদীর জলে নৌকা চলে—
বুকে সন্ধ্যা বেলা ।

## ভাঙা ঘুমের স্বর

দুপুর, না দুপুর রাত
নদীর ওপারে
কে যেন কাকে চীৎকার করে ডাকে—
ন-রে-শ্ব-র ।

কোথায় কখন যে হঠাৎ-ই বাজে
ভাঙা ঘুমের স্বর ।

## ঝড়ের প্রান্তে

সন্ধ্যা যেন গোপনে নৈঃশব্দে নামে ধোঁয়ার রেখায় ঃ
আকুল মনের মুদ্রা কেঁপে ওঠে গহন জলের
গভীরেও, ধীরে-ধীরে ; আর যেন নীরব মনের
ছায়া নামে গাঢ় হয়ে নিজের নির্জনে।

কিছু নেই ; কিছুই আসে না ঃ মন যেন শোনে শুধু
নিজের মৌনতা। কিছু নেই ঃ বাতাসের ভার
নামে নাতো গহন সলিলে। পাখাময় ধোঁয়া নিয়ে অন্তরীক্ষ-দিয়ে
আসে নাতো কেউ। মন যেন ভয় করে নিজের মুদ্রাকে।

কত দীর্ঘ রাত আর কত না নীরব হাত তার—
ছায়াপুঞ্জ বুঝতেই পারে না ঃ মুদ্রার কাঁপুনি
দেয় না সন্ধান কিছু—কত যে গভীর জলভার।

মন যেন ভয়ে-ভয়ে শোনে শুধু নিজের মৌনতা ;
ওঠে না পাখার ধ্বনি ঃ জলপথে আসে নাতো কেউ ঃ
গোপন মুদ্রা কেবল ডেকে আনে মৌন ঝঞ্ঝাঝড়।

## চির-উজাগর নীল

কত পাল, তারা নাও তোমার এ মুখে নীল সদাগর,
মত্ত অধীর পালের সাগর
কত উজাগর
রাত্রি !

তোমার এ মুখে লীন—মরকত বওয়া কত বন্দর,
হীরায় গোপন কত কন্দর
শত দ্বন্দ্বের
রাত্রি !

ভরা নাও ডুবে-যাওয়া তোমার সুনীল মুখের ত্রাসের
মত্ত ঝড়ঃ তোমার শ্বাসের
সর্বগ্রাসের
রাত্রি !

চির-উজাগর নীল ! তোমার এ মুখে সুনীল ক্লান্তি,
পাল, তারা কত দুঃখের পতন—
কত মানুষের কত উজাগর
রাত্রি !

## সাগরিকা

হে উদিতা, সাগরিকা !

কোন সমুদ্রের বাতাস তোমার মুখে ?
কোন প্লাবন ভূমির হিরন্ময় ফসল আন্দোলিত
তোমার নমিত কপালে ?

হে অশ্রু-নন্দিতা !
পুঞ্জিত লাবন্যরাশিতে উর্মিল তোমার হাতে
পল্লবে-পল্লবে প্রসারিত প্রশস্তির অর্ঘ্য !

মানুষের জন্যে যুগে যুগে রেখেছো তুমি
সত্তার ঐশ্বর্য—

সৌন্দর্যের পুলকিত বেদনার ধার
কল্যাণের তরুছায়া—
মনীষার নির্লোভ সুষমা ।

হে স্বপ্ন-বন্দিতা !
বর্ণিনী কল্যাণী প্রজ্ঞা,
বিশ্বের অশ্রুতে প্রবাহিতা ।

তুমিই শুনিয়ে এসেছো মানুষের
মনে নীরবে নীরবে—
অন্ধগলির অন্ধকারেও
তুমার অমৃত বাণী
অভিনব আলোক-বসন্তের সমাচার—
সমুদ্র-হাওয়ার ঝুরু-ঝুরু অঙ্গীকার ।। □

হরেকৃষ্ণ ডেকা

## জ্যোৎস্না

আজ রাতে আমার ঘুম আসেনি। অনিদ্রাজনিত রোগ নয়,
ভয় নয়, দুর্বলতা নয়। আমার ঘুম আসে না।
গুবরে পোকার গুঞ্জনের মতো ভেসে-আসা বিমিশ্র কোলাহল
কখন যে থেমে গেলো। শহরের আকাশেও
ঝলমল করে তারার নিভাঁজ ছবি।

চাঁদ বেরিয়ে এসে আকাশের মেজে দাঁড়ায়।
সে আমার পৌরুষের প্রতিচ্ছবি নাকি? ঝলমল করে
শস্যের সোনালি প্রান্তর। বুঝলাম প্রতিটি নারীর মতো
পৃথিবীও গর্ভবতী হয়। জ্যোৎস্নার ঢেউয়ে-ঢেউয়ে নৃত্যরত শস্য
অতসব দেয় কারো গোপন প্রেমের ইঙ্গিত?

অত-শত বুঝি না তো আমি। বুঝি না তো হায়, জ্যোৎস্নার তৃণভূমে
শুয়ে-শুয়ে শুনি মৃগের বিহ্বল স্বর
উঠে আসে জ্যোৎস্নার ঢেউয়ে।

বুঝলাম অত-যে ফসল, সোনারঙ শস্য অত-শত
বিন্দু-বিন্দু মধু হয়ে জমে উঠবে
তোমার নরম বুকে।

## স্বপ্ন

পাহাড়টি বাঁক নিলেই
ঝলমল করে
পাহাড়-চূড়োর ঘরের শীর্ষগুলো।
পাশে অস্তাচলের তামাটে রঙ সূর্য।

( স্বপ্ন দেখি রোজই
রাঙা মুখের বালকগুলো
ছোট্টো-ছোট্টো হাতে
ফেলে দিতে চায় সূর্য )

বাঁশ ফুলের গন্ধ (!)
লাফিয়ে চলে ইঁদুরের অশ্বারোহী
পাহাড়ের গায়ে বিশ্রামরত স্বপ্ন মাড়িয়ে।
স্বপ্ন কার ?

উদোম পাহাড়ে ইঁদুরের একদল অশ্বারোহী।

এরকম এক স্বপ্ন দেখে
তামাটে রঙ সূর্য ধরতে গিয়ে
রাঙা মুখের বালকগুলো লাফিয়ে পড়েছিল
শূণ্যতার এক সমুদ্রে।

বাঁশ ফুলের গন্ধ (!)
বুলডোজারের নাকের উপর-দিয়ে।

নতুন পথটি মোড় নিলেই
ঝলমল করে
পাহাড়-চূড়োর ঘরের শীর্ষগুলো।

এরকম এক স্বপ্ন দেখে
বাঁশ ফুলের গন্ধ-দিয়ে
রাঙা মুখের নতুন নতুন ছেলে
আকাশের গায় এঁকে রেখে যায়
সবুজ পাহাড়ের মানচিত্র।

ছোট্টো-ছোট্টো আঙুল দিয়ে লিখে রেখে যায়
আমাদের স্বপ্নগুলো তোমাদেরই সব স্বপ্ন।

## একটি দূরের ডাকে

একটি দূরের ডাকে হাত ধরে আছে আমাকে।

পথের পরে পথ। পথ শেষ হলে পথ।
বাতাস আমাকে তাড়া করে নেয় দূরের গুহার মুখে,
অন্তহীন এই গোলক-ধাঁধার মাঝে।

কেবল একটি দূরের ডাকে হাত ধরে টানে আমাকে।
পাশ-দিয়ে আমার চলে যায় বহু মুখ না মুখোশগুলো?
চিনতে পেরেও যাই ভুলে যাই। চিনতে পেরেই যাই ভুলে যাই।
একটি দূরের ডাকে হাত ধরে টানে আমাকে।

বাতাসে এক গুম্‌গুম্‌ ধ্বনি। বাতাস কাকে তাড়া করে নেয়?
ওদের লেখা অক্ষরগুলো হাওয়া হয়ে যাবে বাতাসে
ঘরের দেয়াল, প্রাচীর থেকে। গুম্‌গুম্‌ ধ্বনি বাতাসে।

কালো আঁধারে নেচে ওঠে কার ভুতুড়ে মুখ?
নির্জন পথে একাকী চলে একটু বাতাস।
আঁধারে থাকি। মাঝে-মাঝে শুনি দুই-একটি নাম!
যেন ঝরে-পড়া শিশির-বিন্দু। গুম্‌গুম্‌ ধ্বনি বাতাসে।

হঠাৎ আলোয় ধাঁধিয়ে দেয় যে চোখ।
ধীর বাতাসে ঢেউ আর ঢেউ। মুখগুলো এক।
ওদের হাতে কিসের পতাকা? নতুন হরফে কি লেখা আছে?
জানে না ওরা। বাতাসে এক গুম্‌গুম্‌ ধ্বনি।

ওদের সারিতে অনেকের মতো আমিও দাঁড়িয়ে আছি।
আজ কি একটি দূরের ডাকে আমাকে নেবে না টেনে?

## অন্ধকার থেকে

চোখে দেখতে পাওয়া যায় না এমনি উঁচু একটি ঘর
তারই ছায়ার অন্ধকারে অপেক্ষারত।
জানলা গলিয়ে তার আকাশ—
কে কাকে চিৎকার করে ডাকে?

আজ উপরে কিসের অমন তোলপাড়।
কলজে কাঁপিয়ে চিৎকার জুড়ে দিলাম।
দূর-দূর জানলায় আঘাত খেয়ে তারও চেয়ে দূর জানলাগুলোতে
আমার চিৎকার উপচে পড়ে নাকি?

চোখ এসে পড়ে সামনের পাকা রাস্তায়।
একটু আগুনের কাছে তিন-চার, পাঁচজন মানুষ।
আকাশের আতস-বাজীতে ঝলমল করা মুখগুলোতে
আলো আর আঁধারের ছায়া কী খেলা খেলছে?

দূরের আতস-বাজীতে ঝলমল ক'রেও
তারাগুলোতে কিসের বিস্ফোরণ খবর রাখে না ওরা।
আগুনের শিখা দপদপ জ্বলে উঠলেও ওরা দূরে বসে থাকে।
কেবল অলস সময় ওরা গুঞ্জন করে পোড়ে।

এই গুঞ্জনময় আকাশের ভাগ আমি নিতে পারি না।
আমি তো নই ওদের লোক।
উঁচু ঘরেরজানলা থেকে হাঁক-ডাক দেওয়া মানুষেরও আমি কেউ না।
আমার আকাশের মহানাট্য তারই পুতুল খেলা।

আঁধারের আয়নায় দেখতে পাই কিছু অস্থির মুখ।
তোমরা আমার বন্ধু। এসো। অন্ধকার থেকে ঝাঁপ দিই আমরা সম্মুখে।

## আশীর ভূমিকম্পের পর

( একটি কাল্পনিক উপলব্ধি )

পাখিরা হয়তো জেনেছিল,
হয়তো জেনেছিল কাজিরাঙার বোবা জন্তুরা।
কারণ পাখিরা উড়ে গেল দূরে
জন্তুরা চলে গেল উঁচু জায়গায়।
ওরা অনেকেই মরে গেল
ঝড় আর বন্যায় যে-ভাবে মারা পড়েছিল আগে।

জেনেছিল নাকি
কালিয়াবরের তোষেণ পণ্ডিত ?
রূপহীর মৈনুদ্দীন ?
হোজাইর বাবুল রায় ?
বারপূজীয়ার সুন্দর পাত্র ?
কী রকম করে বুঝতে পারবো
এই সব হৈ-চৈ
ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি
রাগারাগি, হিংসাহিংসি
ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে !
আর কী করেই বা শুনবো
ওরা কী বলে
আর কী বলে না ?

এই হৈ-চৈ, ঠেলাঠেলি
ঠোকাঠুকি, রাগারাগি, হিংসাহিংসি
আঘাত করছে নাকি
ভাঙা মশ্চিদে ?
মাটির ভিতরে সাত হাত ঢুকে-পড়া
শিব মন্দিরে ?
গড়িয়ে-পড়া নামঘরে ?

হয়তো ব্রহ্মপুত্র মিশে গেল
বরাকের জলে।
আর কোথায় কী ঘটল
খোড়লে ঢুকে-পড়া চোখ দিয়ে
কিছুই দেখতে পেলাম না।
কেবল দেখলাম
নতুন পলিতে
গাছের ডাল-পালার মতো
ঊর্ধমুখী দুটি পা
দুটি হাত।
এ তোষেণ পণ্ডিত নাকি ?
না বাবুল রায় ?
মৈনুদ্দীন নাকি সুন্দর পাত্র ?

যে কেউ হোক
তার দুটি হাত পলির ভিতরে
তার কাঁচা ঘিলুর স্তরে-স্তরে
এক জোড়া ভেজা চোখে
কেঁচো আর গুবরে পোকার খাবার।

পলিতে
ঘাসের নতুন অঙ্কুর।
কিচির মিচির করে ফিরে এসেছে পাখিরা।
নতুন কাদায় খেলতে এসেছে জীবজন্তুরা।
খোড়লে ঢুকে-পড়া চোখ দিয়ে দেখতে না পেলেও
জানি,
তাদের চেয়েও তাড়াতাড়ি
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে
ফিরে আসবে মানুষ।

তাদের চীৎকার শুনতে পেয়েছ কি?

সৈয়দ আব্দুল হালিম

## ফুল, রক্ত আর বৃষ্টির আলয়ে সামসুদ্দীনের প্রত্যাবর্তন

[ ফুলের হৃদয়ে আমার জন্ম !
আর নিশ্চয় ফুলের সৌন্দর্যে
আমি চির প্রত্যাবর্তনকারী । ]

গোলাপের কলি
ভোরের ভাঙা দুয়ারে
অরুণ আভার কুয়াশা ।
দুয়ার খুলে,
কোমল বাতাসে গন্ধ পেলাম
ফুল আর রক্তের
আর সবুজ বনের
যেখানে রাতের বৃষ্টির স্বাক্ষর,
সামসুদ্দীন !

শুভ্র মেঘের আশ্বিন,
পুষ্পকে তুমি ভালোবাসো না
বৃষ্টিকে তুমি ভালোবাসো না ?
তুমি ভালোবাসো
পাহাড় চূড়ার হাতছানি ?
বোশেখের মতো ঝরে যাবে তুমি
ফুলের মতো মরে যাবে তুমি

বুলবুল হয়ে পলাতক হবে
আবার যখন রাস্তা ফুটবে
বাতাবী লেবুর ডালে ;
বৃষ্টির এই উপত্যকার
মেঘে-ঢাকা এই আকাশে
খুঁজে পাবে কার হৃদয়ের সাক্ষর
সামসুদ্দীন !

ঝরে-পড়া ফুলের
ঝরে-পড়া ধানের
সুকোমল কাঁচি-চাঁদের জন্যে
কারে যাবে কত দুঃখ ?
এখানে ভরে কিসের পেয়ালা ?
দুর্জয় হাতে আমি
পৃথিবী জয় করেছিলাম
আর আবাসের আকাশ,
যার নির্লিপ্ততার হাসি
কারো পেয়ালায় বরফ হয়েছিল,
গরল হয়েছিল কারো পেয়ালায় ?
তুমি আমাকে আঘাত হানতে
বলেছিলে নাকি
এখানে ভরে কিসের পেয়ালা ?
কুয়াশা-আগুনের পিঠে আরূঢ় সময়
রাত-প্রভাতের,
জ্বলে জীবন-সুরা, হৃদয়হীন
সামসুদ্দীন !

পিঠে নিয়ে উর্বর প্রহর
উদ্ভাসিত সূর্যের রোদে
সাদা বরফের গৌরীশৃঙ্গে
ট'লেমীর চাঁদের পাহাড়
যেখান থেকে বয়ে আসে নীলনদ।
নেচে ওঠে সাগর প্রশান্ত
জেগে ওঠে নগর, মহানগর।
এই ছোট নগরের
দানবীয় প্রাসাদের পাশে
তুমি যে আমার স্মৃতিতে উদিত ;
এখানে ভরে কিসের পেয়ালা ?
ফুলের কাছ থেকে যে-রকম তুমি বিদায় নিয়েছিলে,
পাহাড়-তলির বিস্তৃত মাঠের
এক প্রান্তের
সোনালি ধানের মতো সেই হাসি,
মরূদ্যানের খেজুর গাছের
তন্ময় তুমি
যে-রকম ভাবে বিদায় দিয়েছিলে,
যে-রকম তুমি বিদায় দিয়েছিলে
নদীর পারের আশ্রমকে ;
আর্মেনিয়ার ফরহাদ যে-রকম
খুঁজে এসেছিল শিরিণকে,
বৃদ্ধি আর অবক্ষয়ের এই নগর
সে-রকম তুমি
ছেড়ে গিয়েছিলে
সামসুদ্দীন ?

নুহর-ডিঙির মতো ইতিহাস দিশেহারা
রক্তের প্লাবনে।
আহত অসহায় অরণ্যবাসী
বর্বর মানবের
ছিন্নভিন্ন হৃদয়ের
এখানে-ওখানে,
আশ্চর্য সৌন্দর্যময় ছবি
মনিকুটে দেখেছিলে নাকি ?
ফুলের মতো কোমল—
নিষ্পাপ শিশুর মতো সরল
সেই শিরিণ ;
সামসুদ্দীন ?

ফুল থেকে তুমি ফুলের হৃদয়
চুরি করে আনো ?
মদিরা থেকে চুরি করে
আনো তন্দ্রা ?
অসীধার থেকে চুরি করে আনো
শুকনো রক্তকণা ?
তখন তুমি ঘৃণা করো না
গোলাপের কলি ?
ফুটেছিল যার হৃদয়ে
ফাল্গুনের মতো রঙিণ হ'য়ে
পীরিতি হ'য়ে লাবনি রাধার
অতলান্তিক বেলার
নিগ্রোচর্মের স্বপ্ন হ'য়ে।
তীরের ধারালো মুখের মতো
ধার খুব তীক্ষ্ণ,

রক্তের অক্ষরে আমরা আঁকি কার
শাড়িতে আগ্নিন ?
প্রেমাস্পদের রক্ত স্পৃহায় ভিজে হৃদয়ের ডোর
শান-দেওয়া এক ইউফেট্রিসার,
ঘৃণা আর হিংসার
ক্ষয় আর অস্থিরতার এই গ্রহ ?
চুরি করে নাও প্রেম ?
লোহার হাতুড়ি দিয়ে পিটে
পাথরের গড়ো শিরিণ ?
সামসুদ্দীন !

পাথর হতে হলে প্রাণ না হলে চলে না
প্রাণ থাকলেও পাথর হতে পারি।
বুলবুল যখন পাথর হবে
ফুলের মাঝে,
নীরব নিস্পন্দ পাথর-খণ্ডের
আঘাত আর আকাশ হ'য়ে,
চাঁদের মতো মুখের স্মৃতি নিয়ে
থেকো না ফুল বাগানে।
ফুলের ঐশ্বর্য চুরি করে,
ছিঁটিয়ে তাকে কোমল করনি
পাথর আকাশ,
ইস্রাইলের কণ্টকাকীর্ণ পথ।
সেই ঐশ্বর্য নিয়ে তুমি ফিরে
এসেছিলে !
দৈত্য আর দানবের মতো দাঁড়ানো
এ নগরের অট্টালিকার পাশে
আমরা ঘুরে ফিরছিলাম
কালান্তক এক বুভুক্ষা হ'য়ে
অনাহারী অর্ধনগ্ন শিশুর দেহ
আর হৃদয়ে !

আহত বর্বর মানবের
বুকের সেই ফুল
খুঁজে ফিরো গন্ধ তার
বাঁদরের ঘরে ?
চাঁদের মতন সেই মুখ
সোনালি ধানের মতো সেই হাসি
খুঁজে তন্নতন্ন করেছ গ্রহ
গোলাপের পাপড়ি !
ফাল্গুনকে তুমি ফাল্গুন বলো না
হৃদয়কে তুমি হৃদয় বলো না
হাজার যুগের কত না করুণ
মৃত্যুর গোরস্থানে,
সিক্ত করে দিতে হাজার শিশুর শুকনো ঠোঁট
স্রোতবতী কোন নদীর জল
খুঁজে চলেছ তুমি ?

উপত্যকা আর পাহাড়
দ্বীপ আর দ্বীপান্তর
উর্বর গ্রহের পিঠ
ক্ষুধা আর নগ্নতার,
অরণ্যে ছিলাম শুয়ে
আমরা সেই জানোয়ার !
দুয়ার খুলে
কোমল বাতাসে গন্ধ পেলাম
ফুল আর রক্তের
আর সবুজ বনের
যেখানে রাতের বৃষ্টির
আঘাতের সাক্ষর !
সামসুদ্দীন,
হায়, সামসুদ্দীন ! □ □

# টীকা

কবিতার শিরোনামা ঃ

স্তবক বা

অনুচ্ছেদ ঃ

পংক্তি

মমতার চিঠি—

৪ ১ মেজি ঃ পৌষসংক্রান্তি দিন প্রাতঃস্নান করে সমবেতভাবে আগুন পুয়ানোর জন্য নির্মিত কাঠ বা খড়ের স্তূপ।

রাঙা ফড়িঙ—

৩ ১ কাওনের ঃ এটি একটি ভুল প্রয়োগ ; এ জন্য দুঃখিত। সংশোধিত শব্দটি হবে 'গাবের'।

৫ ২ মরিচ-পোকার মতো ঃ সুরমা বা বরাক উপত্যকার প্রচলিত ভাষায় এই নামে পরিচিত এক প্রজাতির পোকা ; কখনো-কখনো চোখে এসে পড়ে, আর চোখে এসে পড়লে উপেক্ষণীয় নয় চোখ-জ্বালা।

সাঁওতালী নাচ—

২ ২ দেওধনি-নাচ ঃ রুদ্রতালযুক্ত আসাম দেশীয় এক প্রকার লোকনৃত্য।

পলি—

১ ২ মানের দিনের অতীত স্মৃতি ঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে (প্রথম তিন দশকের মধ্যে) বর্মীসেনার (উল্লেখ্য বর্মী শব্দের অসমীয়া প্রতিশব্দ 'মান') তিনবার আসাম আক্রমণ আসামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই আক্রমণের ফলে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়, আসামের বহু জনপদ শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়। এখানে এই শোকাবহ ঘটনারই উল্লেখ।

কবিতার শিরোনামা ঃ

স্তবক ঃ পংক্তি

পলি—

১ ৫ বনরসুনের ফুল ঃ রসুনের মতো মূল আর কাজল রঙের পাতাযুক্ত এক প্রকার উদ্ভিদের ফুল।

স্বনিমন্ত্রিত—

২ ৩ মাজুলী ঃ মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম নদী-দ্বীপ।

মনে কি পড়ে না অরুন্ধতী—

১ ৪ 'আবেলি-আবেলি' ঃ বাংলা ভাষান্তরে এই শব্দগুচ্ছের অর্থ দাঁড়ায় ঃ 'বিকেল-বিকেল'। 'আবেলি-আবেলি' শব্দগুচ্ছে যে-মাধুর্য, যে-স্নিগ্ধতা, যে-সঙ্গীতময়তা—প্রাক্‌সন্ধ্যার যে-মায়ামেদুর-ভাব গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টির মতো অলসভাবে ঝ'রে পড়ে 'বিকেল-বিকেল' শব্দগুচ্ছে সে-রকম সুখানুভূতি অনুপস্থিত। তাই, অনুবাদেরই স্বার্থে মূল শব্দগুচ্ছ অক্ষুণ্ণ রয়ে গেল।

যাহারা থাকো হে নদীর শান্ত পারে—

২ ৪ পাখা-গজানো ফুলকুমারের ঘোড়া ঃ আসাম দেশের একটি রূপকথার নায়ক ও তার পাখা-গজানো ঘোড়ার উল্লেখ।

অনুর্বরা ঃ

২ ১০ 'মাছপাতি' ফুল ঃ মূলে আছে 'মাছ বাথলির ফুল'। অংশটি অনুবাদে দাঁড়ায় 'মাছের আঁশের ফুল'। ভাষান্তরে এই শব্দ-গুচ্ছ মূলের কাব্যিক ও সাঙ্গীতিক সৌন্দর্য রক্ষায় ব্যর্থ। তাই সুরমা বা বরাক উপত্যকায় 'মাছের আঁশ' অর্থে প্রচলিত শব্দগুচ্ছ 'মাছের পাতি' সমাস-বদ্ধ ক'রে 'মাছপাতি' ব্যবহৃত হল।

কবিতার শিরোনামা ঃ

স্তবক ঃ

পংক্তি

ভোগালি— পৌষসংক্রান্তি দিনে ও মাঘের প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত আসামের বিখ্যাত লোক-উৎসব। এখানে শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। অর্থটি এরকম ঃ অমন একটি জায়গা যেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সব বস্তু পাওয়া যায় এবং যাবতীয় সুখভোগ করা সম্ভব।

ডাহুকী—

৬ ৫ বাইদেউ ঃ শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ 'দিদি'।

কোথায় যাবে বলো উন্মাদিনী—

৩ ১ ঘিলা ঃ ভাত-ঘিলা, এক প্রকার গাছের চেপটা গোলাকৃতি গুটি, রঙ বাদামী।

অস্তাচল—

৪ ৩, ৪ লতাকাটা রণের শেষেই ঃ বর্মী-সেনার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মণিপুরের রাজা জয়সিংহের সাহায্যার্থে আহোম নৃপতি রাজেশ্বর সিংহ ( ১৭৫১-১৭৬৯ খৃঃ ) একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। বনজঙ্গল বৃক্ষলতা কেটে মণিপুর অভিমুখে পথ নির্মাণ করতে গিয়েই বহু আহোম সৈন্য অনাহারে মৃত্যু বরণ করে। নিরুপায় রাজেশ্বর তখন সৈন্যবাহিনীকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেন। যদিও এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, তবুও আসামের ইতিহাসে, প্রবচনে এই ঘটনাটি 'লতা-কাটা রণ' ব'লে অভিহিত।

কবিতার শিরোনামা ঃ

স্তবক ঃ

পংক্তি

ঠিক সন্ধ্যা বেলা—

২ ৪ 'কোনখানে তার পার!' মূলে আছে 'হে ডাইনী মাও!' পংক্তিটির বাংলা ভাষান্তর দাঁড়ায় এরকম ঃ 'ডাইনী মা আমার!' কিন্তু বঙ্গীয় ঐতিহ্যে ডাইনীকে মাতৃ-সম্বোধনের কোনো সংবাদ নেই, তাই (কবির অনুমতিক্রমে, অনুসন্ধিৎসুর অবগতির জন্যও জানাই) পংক্তিটির ভাষান্তর করা হয়েছে 'কোনখানে তার পার!' আর এতে ভাবের দিক থেকেও কবিতাটি রয়ে গেছে অক্ষুণ্ণ।

ফুল, রক্ত আর বৃষ্টির আলয়ে সামসুদ্দীনের প্রত্যাবর্তন—

৪ ২১, ২২ আর্মেনিয়ার ফরহাদ যে-রকম খুঁজে এসেছিল শিরিণকে ঃ ফরহাদ ও শিরিণ পারস্য দেশীয় একটি বিখ্যাত প্রেমকথার নায়ক-নায়িকা।

৫ ৮ মণিকূটে ঃ নামঘরের অভ্যন্তরে (উত্তর বা পূব দিকে) একটি ছোটো ঘর, যেখানে বিগ্রহ, ভাগবত আদি স্থাপিত থাকে ; এখানে তারই উল্লেখ।

## গ্রন্থপঞ্জী : প্রসঙ্গ 'আধুনিক অসমীয়া কবিতা'র ভূমিকা


১। The Sacred Wood / T. S. Eliot
২। 'Vagartha' 9 April 1975 Edited by Meenakshi Mukherjee
৩। সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত, সম্পাদনা / শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
৪। অন্যদেশের কবিতা / সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
৫। কবিতার কালান্তর / সরোজ বন্দোপাধ্যায়
৬। 'একক' ৪০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, সম্পাদনা / শুদ্ধসত্ত্ব বসু
৭। বোদলেয়ার তাঁর অনুবাদ / বুদ্ধদেব বসু
৮। হোল্ডার্লিনের কবিতা / বুদ্ধদেব বসু
৯। কালিদাসের মেঘদূত / বুদ্ধদেব বসু
১০। রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা / বুদ্ধদেব বসু
১১। প্রতিধ্বনি / সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
১২। স্বগত / সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
১৩। কবিতার কী ও কেন / নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
১৪। 'সংলাপ' ১ম বছর, ১ম সংখ্যা, সম্পাদনা / ভবেন বরুয়া
১৫। 'সংলাপ' ৩য় সংখ্যা, সম্পাদনা / ভবেন বরুয়া
১৬। কুরি শতিকার অসমীয়া কবিতা ( ভূমিকা ) / নীলমণি ফুকন
১৭। দিনর পাছত দিন ( ভূমিকা ) / ভবেন বরুয়া
১৮। 'প্রকাশ' রূপালি জয়ন্তী সংখ্যা, সম্পাদনা / চন্দ্রপ্রসাদ শইকীয়া
১৯। গোলাপী জামুর লগ্ন ( ভূমিকা ) / ভবেন বরুয়া
২০। সৃজন আরু মনন / ইমদাদ উল্লাহ
২১। সঞ্চয়ন ( ভূমিকা ) / মহেশ্বর নেওগ
২২। 'সংজ্ঞা,' ৪র্থ বছর, ২য় সংখ্যা, সম্পাদনা / নীলমণি ফুকন
২৩। 'মোর দেশ' এ হীরেন গোহাঁই কর্তৃক 'রঙা-জিয়া'র আলোচনা
২৪। ৮ / ১৯৭৯ এর 'প্রকাশ'এ ইমদাদ উল্লাহ কর্তৃক 'রঙা-জিয়া'র আলোচনা
২৫। বিষ্ণু দে অনুদিত এলিয়টের কবিতা
২৬। ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি পদ্য / অজিৎ বরুয়া
২৭। আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় / দীপ্তি ত্রিপাঠী

## গ্রন্থপঞ্জী : প্রসঙ্গ 'আধুনিক অসমীয়া কবিতা'


১। গোলাপী জামুর লগ্ন ( নির্বাচিত কবিতা ) / নীলমণি ফুকন

২। সঞ্চয়ন, সম্পাদনা / মহেশ্বর নেওগ

৩। দিনর পাছত দিন / নির্মলপ্রভা বরদলৈ

৪। রাতির শোভাযাত্রা / হরেকৃষ্ণ ডেকা

৫। মোর আরু পৃথিবীর / নবকান্ত বরুৱা

৬। রঙা-জিয়া / মহিম বরা

৭। বিভিন্ন দিনর কবিতা / হীরেণ ভট্টাচার্য

৮। কুরি শতিকার অসমীয়া কবিতা, সম্পাদনা / নীলমণি ফুকন

৯। সোমধিরির সোঁওরনি আরু অন্যান্য কবিতা / হীরেন্দ্র নাথ দত্ত

১০। ফুলি থকা সূর্যমুখী ফুলটোর ফালে / নীলমণি ফুকন

১১। সোণালি জাহাজ / ভবেন বরুৱা

১২। কিছুমান পদ্য আরু গান / অজিৎ বরুৱা

১৩। সুগন্ধি পখিলা ( নির্বাচিত কবিতা ) / হীরেণ ভট্টাচার্য

১৪। কবিতা ( কাব্য সংকলন ) / নীলমণি ফুকন

১৫। 'সংজ্ঞা,' ৪র্থ বছর, ১ম সংখ্যা, সম্পাদনা / নীলমণি ফুকন

১৬। 'সংজ্ঞা,' ১ম বছর, ১ম সংখ্যা, / ঐ

১৭। 'মাহেকীয়া কবিতা' ( বিশেষ বছরেকীয়া সংখ্যা ) সম্পাদনা / কেইজনমান কবিতা প্রেমী

১৮। 'প্রকাশ', ৮ম বছর, ৯ম সংখ্যা, সম্পাদনা / চন্দ্রপ্রসাদ শইকীয়া

১৯। 'প্রান্তিক', ১ম বছর ২য় সংখ্যা / মুখ্য সম্পাদক ডঃ ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া

২০। চেনিরাম বায়নর বিশ্বরূপ দর্শন / চৈয়দ আব্দুল হালিম

২১। মন কাগজর নাও / হরি বরকাকতি

# সংশোধন

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৪ | ১৬ | রঙ্ | রঙ |
| ১০ | ১৬ | বনিক | বণিক |
| ২২ | ৪ | যে—অমৃত | যে-অমৃত |
| ২৬ | ১১ | ধ্বংশের | ধ্বংসের |
| ,, | ১৫ | সূর্য-কণা | সূর্য-কণা |
| ,, | ১৬ | ছিড়ে | ছিঁড়ে |
| ২৭ | ১৮ | কণীমনসার | ফণীমনসার |
| ২৮ | ৫ | ধ্বংশের | ধ্বংসের |
| ৩৩ | ৩ | অবদি | অব্দি |
| ৩৯ | ৩ | নাকি | নাকি |
| ৪৩ | কবিতার শিরোনামা | সমুচ্ছয়া | সমুচ্ছ্রয়া |
| ৪৫ | ১৭ | স্মৃষ্টি | সৃষ্টি |
| ৫১ | ৩ | পিঠে | পিঠে |
| ৫৬ | ২১ | বাহতে | বাহুতে |
| ৫৯ | ৭ | কেতেকী | কেতকী |
| ৭০ | ৬ | চেঁচোয় | চেঁচায় |
| ৭৩ | ৩ | শূণ্যে | শূন্যে |
| ৭৮ | ৯ | আপনি এখানেই | আপনি এখানেই |
| ৮৩ | ১৩ | মুরধুনী | সুরধুনী |
| ৮৭ | ১৩ | সূর্মের | সূর্যের |
| ১০০ | ৪ | সূর্ষ | সূর্য |
| ,, | ৮ | সূর্ষ | সূর্য |
| ,, | ১৭ | শূণ্যতার | শূন্যতার |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১০৭ | ২ | সৌন্দর্ষে | সৌন্দর্যে |
| ,, | ৬ | কুযাশা | কুয়াশা |
| ,, | ১১ | ষেখানে | যেখানে |
| ১০৮ | ৬ | সাক্ষর | স্বাক্ষর |
| ১০৯ | ২ | সূর্ষের | সূর্যের |
| ১১২ | ২৭ | সাক্ষর | স্বাক্ষর |

হীরেন গোহাঁই বানানে সর্বত্র 'ণ' স্থলে 'ন' হবে।